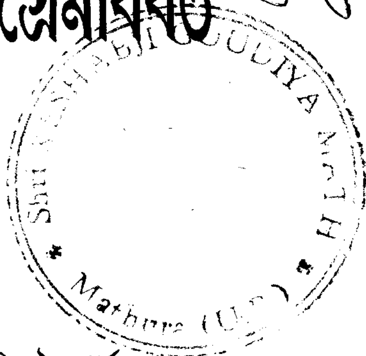
শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত



শ্রীগৌর-পার্ষদ

শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত-বিরচিত

শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত

শ্রীগৌরপার্ষদপ্রবর

শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত,

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রচারিত,

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর-
প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্যমঠের বর্তমান আচার্য
ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত,

সপ্তম-সংস্করণ
শ্রীশ্রীরথযাত্রা-বাসর, ৪৮৬ শ্রীগৌরাব্দ ।

[ভিক্ষা ১·৩০ পয়সা]

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ **শ্রীচৈতন্যমঠ** হইতে
শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্নকর্তৃক প্রকাশিত।

"চৈতন্যের প্রেমপাত্র জগদানন্দ ধন্য।
যা'রে মিলে সেই মানে পাইল চৈতন্য॥

*　*　*　*

জগদানন্দের 'প্রেমবিবর্ত' শুনে যেই জন।
প্রেমের স্বরূপ জানে পায় প্রেমধন॥"

— শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ **'নদীয়াপ্রকাশ-প্রিন্টিং ওয়ার্কসে'**
শ্রীসুন্দরগোপাল ব্রহ্মচারী সেবাকৌস্তুভ-কর্তৃক মুদ্রিত।

গ্রন্থ-প্রবেশ

গ্রন্থের নাম—'প্রেমবিবর্ত' অর্থাৎ (১) প্রেমে—প্রেমকার্যে, বিবর্ত—পরিবর্ত অর্থাৎ রোষ-ভ্রম ; কলহের ন্যায় প্রতীয়ান প্রেম-ব্যবহার ; (২) পণ্ডিত জগদানন্দ মহাপ্রভুর চরিত্র যে 'প্রেমবিবর্ত'-নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন।

"প্রেমের বৈচিত্ত্যগত, প্রেমের বিবর্ত যত,
মোর মনে নাচে নিরন্তর।
কলহ গৌরের সনে, করি আমি দিনে দিনে,
'কুন্দলে জগাই' নাম মোর॥"—প্রেমবিবর্ত।

"প্রেমের বিবর্ত, আমারে নাচায়,
না বুঝিয়া আমি মরি।"—প্রেমবিবর্ত।

গ্রন্থ-রচনা—'শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত'-গ্রন্থ কল্পনাপ্রসূত বা স্বার্থ-প্রণোদিত-ভাবমূলক নহে। এই বিষয়ে স্বয়ং গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে তাঁহার—

"চৈতন্যের রূপগুণ সদা পড়ে মনে।"

তাহা—

"পরাণ কাঁদায়, দেহ কাঁপায় সঘনে॥"

এই ভাবে—

"কাঁদিতে কাঁদিতে মনে হইল উদয়।"

সেই হেতু—

"লেখনী ধরিয়া লিখি ছাড়ি' লাজ ভয়॥"

'শ্রীচৈতন্যভাগবত', 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর লীলার যে ক্রম বা বিষয়ের ক্রমাদি লক্ষিত হয়,

এই 'প্রেমবিবর্ত'-গ্রন্থে সেরূপ ক্রম নাই। গ্রন্থকার স্বয়ং বলিতেছেন ;—

"যখন যাহা মনে পড়ে গৌরাঙ্গ-চরিত।
তাহা লিখি হইলেও ক্রম-বিপরীত॥"—প্রেমবিবর্ত।

গ্রন্থকার কোনপ্রকার কষ্টকল্পনা বা চেষ্টাদ্বারা লীলাস্মরণ-পূর্বক এই গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তাঁহার স্মৃতিতে শ্রীপ্রভুর যখন যে লীলা উদিত হইত, তিনি তখনই তাহা লিখিয়া রাখিতেন।

"চৈতন্যের লীলাকথা যাহা পড়ে মনে।
লিখিয়া রাখিব আমি অতিসংগোপনে॥"—প্রেমবিবর্ত।

এই ভাবে প্রণোদিত হইয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন—

"নমি' প্রাণ-গৌরপদে সর্বাঙ্গে পড়িয়া।
এ 'প্রেমবিবর্ত' লিখি ভক্ত-আজ্ঞা পা'য়া॥"—প্রেমবিবর্ত।

গ্রন্থকার শ্রীনীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে বাস করিতেন। যখন 'প্রেমবিবর্ত'-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ 'বন্ধু' ভক্ত শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামি-প্রভু তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

* * "কি লিখ পণ্ডিত ?"

উত্তরে 'পণ্ডিত জগদানন্দ' প্রভু বলিলেন,—

* * "লিখি তাই, যাহাতে পীরিত।"—প্রেমবিবর্ত।

স্বরূপ গোস্বামিপ্রভু বলিলেন, যদি তাহাই হয় এবং কিছু লিখিতেই হয়, * * "তবে লিখ প্রভুর চরিত।
যাহা পড়ি' জগতের হ'বে বড় হিত॥"

উত্তরে পণ্ডিত বলিলেন,—

* * "জগতের হিত নাহি জানি।

যাহা যাহা ভাল লাগে তা'ই লি'খে আনি।"—প্রেমবিবর্ত।

পণ্ডিতের প্রীতিপূর্ণ উত্তর শ্রবণে স্বরূপপ্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে গ্রন্থরচনার অবকাশ প্রদানপূর্বক সেস্থান ত্যাগ করিলেন। তখন পণ্ডিত একাকী শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণকমলদ্বয় ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং শ্রীমহাপ্রভুর সঙ্গে থাকিয়া যে সকল সন্দর্শন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ভাষায়—

"কিছু কিছু লিখি তা'ই নিজ মনোরঙ্গে।"—প্রেমবিবর্ত।

গ্রন্থরচনাকালে তাঁহার,—

"মন কাঁদে, প্রাণ কাঁদে, কাঁদে দুটী আঁখি।"—প্রেমবিবর্ত।

গ্রন্থকার ও শ্রীমন্মহাপ্রভু—গ্রন্থকার শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাল্য-সহচর ও সহাধ্যায়ী ছিলেন। দুইজনে প্রপঞ্চে প্রকটাবস্থায় যে 'কোন্দল' (কলহ) বা বাম্যভাবের সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন তাহা বাল্যাবস্থাতেই স্ফূর্তিলাভ করিয়াছিল। তিনি এই গ্রন্থে বলিতেছেন,—

"একদিন শিশুকালে, দু'জনেতে পাঠশালে,
কোন্দল করিনু হাতাহাতি।"

ফলে—

"মায়াপুরে গঙ্গাতীরে পড়িয়া দুঃখের ভারে,
কাঁদিলাম একদিনরাতি॥"

প্রাণপ্রিয় জগদানন্দের এই অবস্থা-দর্শনে—

"সদয় হইয়া নাথ, না হইতে পরভাত,
গদাধরের সঙ্গেতে আসিয়া।

ডাকেন—জগদানন্দ! অভিমান বড় মন্দ,
কথা বল বক্রতা ছাড়িয়া ॥
* * চল চল, নিশা অবসান ভেল,
গৃহে গিয়া করহ ভোজন।
তব দুঃখ জানি' মনে, ছিলাম আমি অনশনে,
শয্যা ছাড়ি' ভূমিতে শয়ান ॥"—প্রেমবিবর্ত।

—এই বলিয়া সহচরের অভিমান দূরীভূত করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে লইয়া স্বগৃহে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে সন্তোষপূর্বক খাওয়াইয়া শোয়াইলেন। প্রাতঃকালে শ্রীশচীদেবী তাঁহাকে 'দুধভাত' খাওয়াইয়া পাঠশালায় পাঠাইয়া দিলেন। পাঠশালার পাঠ শেষ হইলে, জগদানন্দ স্বগৃহে গমন করিলেন। শ্রীমহাপ্রভু তাঁহার বাসস্থানে যাইয়া আনন্দে ভোজন করিলেন।

তখন—

"কোন্দলের পরে প্রেম, হয় যেন শুদ্ধ হেম,
কত সুখ মনেতে হইল।
প্রভু বলে,—এই লাগি', তুমি রাগো, আমি রাগি,
পরস্পর প্রেমবৃদ্ধি ভেল ॥"—প্রেমবিবর্ত।

গৌর-জগদানন্দে এই যে কোন্দল, ইহা জড়জগতের ঈর্ষা বা স্বার্থাভিসন্ধিমূলক দুই শিশুর বা বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির কোন্দল অথবা মৎসরতা নহে, ইহা শুদ্ধপ্রেমের অভিনয়মাত্র; এই অভিনয়ে ইন্দ্রিয়তর্পণ নাই—আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা নাই। এই অভিনয়ে অভিনেতা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদ্বারকাধামের

লীলায় সত্যভামার সহিত যে ব্যবহার করিয়া থাকেন, অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন এক্ষণে শ্রীগৌরসুন্দররূপে পণ্ডিত জগদানন্দের সহিত সেই ব্যবহার করিতেছেন।

"পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণস্বরূপ।
লোকে খ্যাত যিঁহো সত্যভামার স্বরূপ॥" (চৈঃ চঃ অঃ ১০)

"জগদানন্দ পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ় ভাব।
সত্যভামা-প্রায় প্রেম বাম্যস্বভাব॥" (চৈঃ চঃ অঃ ৭)

শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণের মধ্যে রুক্মিণী প্রভৃতি 'দক্ষিণস্বভাব'-বিশিষ্টা এবং সত্যভামাদি 'বাম্যস্বভাব'-বিশিষ্টা। দক্ষিণ-স্বভাবে কৃষ্ণের নিকট সর্বদা সঙ্কোচ ও ভীতিপূর্ণ ব্যবহার এবং বাম্য-স্বভাবে সর্বদা কলহময় ব্যবহার করায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাতে সত্যভামার বাম্যব্যবহারের অভিনয় 'পণ্ডিত জগদানন্দের' ব্যবহারে পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান।

পণ্ডিত (জগদানন্দ)—

"বার বার প্রণয়-কলহ প্রভু-সনে।
অন্যোন্যে খট্‌মটি চলে দুই জনে॥" (চৈঃ চঃ অঃ ৭)

শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর কিরূপ প্রিয় ও অন্তরঙ্গ, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বহুস্থানে বিস্তৃত-ভাবে বর্ণিত আছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থের—

"প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত জগদানন্দ।
যাঁহার চরিত্রে প্রভু পায়েন আনন্দ॥" (চৈঃ চঃ অঃ ১৯)

"জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে কহিবে সীমা।
জগদানন্দের সৌভাগ্যের তেহঁই উপমা॥" (চৈঃ চঃ অঃ ১৩)

"চৈতন্যের প্রেমপাত্র জগদানন্দ ধন্য।
যা'রে মিলে সেই মানে পাইলা চৈতন্য ॥"
"শুনি' সনাতন পায়ে ধরি' প্রভুকে কহিল।
জগদানন্দের সৌভাগ্য আজি সে জানিল ॥
জগতে নাহি জগদানন্দ-সম ভাগ্যবান্।"

* *

"জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা-সুধারস ॥" (চৈ চ অ ৪)

—ইত্যাদি অসংখ্য উক্তি হইতে শ্রীগৌর-জগদানন্দের সম্বন্ধ কথঞ্চিৎ অবগত হইতে পারা যায়। যাঁহারা তত্ত্বে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য—এই গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পূর্ব অবস্থার এমন কয়েকটী চিত্তাকর্ষণী লীলা বর্ণিত আছে, যাহা অন্য কোন গ্রন্থে নাই। এতদ্ব্যতীত শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বৈষ্ণবতা অতি সরলভাবে লিখিত হইয়াছে। বিচার ও যুক্তিপূর্ণ জটিল তত্ত্বকথা এমন সহজভাবে বাংলায় আর কোথাও লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থকার ভাবের উচ্ছ্বাসে এই গ্রন্থ গ্রথিত করিয়াছেন। সেই উচ্ছ্বাসময়ী ভাবময়ী ভাষার মাধুর্য অতি অপূর্ব। শ্রদ্ধাপূর্বক এই—

"জগদানন্দের 'প্রেমবিবর্ত' শুনে যেই জন।"

তিনি অবিদ্বান্ হইলেও—

"প্রেমের স্বরূপ জানে, পায় প্রেমধন॥"

কৃষ্ণনগর,
শ্রীভাগবত-আসন,
২৩শে নারায়ণ, ৪৩৯ শ্রীগৌরাব্দ।

শুদ্ধবৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

বিষয়-সূচী

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত

প্রথম অধ্যায়

মঙ্গলাচরণ

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব—

অখণ্ড-অদ্বয়-জ্ঞান সর্বতত্ত্বসার।
সেই তত্ত্বে দণ্ড-পরণাম বার বার ॥
সেই তত্ত্ব কভু দুই রাধাকৃষ্ণরূপে।
কভু এক পরাৎপর চৈতন্যস্বরূপে ॥
তত্ত্ব বস্তু এক সদা অদ্বিতীয় ভায়।
বস্তু বস্তুশক্তি মাঝে কিছু ভেদ নাই ॥
ভেদ নাই বটে, কিন্তু সদা ভেদ তায়।
'ভেদাভেদ অবিচিন্ত্য' সর্ব-বেদে গায় ॥
বস্তুশক্তি চিৎ-স্বরূপ ভাবেতে সন্ধিনী।
ক্রিয়াতে হ্লাদিনী তাই ত্রিভাবধারিণী ॥

বস্তুশক্তিদ্বারে বস্তু দেয় পরিচয়।
বস্তুশক্তি ক্রিয়াযোগে সর্ব সিদ্ধি হয়॥
অখণ্ড বস্তুতে ভাব ক্রিয়া নিত্য হয়।
শক্তি শক্তিমান্ বস্তু তবু পৃথক্ নয়॥
হ্লাদিনী বস্তুকে দিয়া দুইটী স্বরূপ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণলীলা করায় অপরূপ॥
রাধা-কৃষ্ণ-প্রণয়ের বিকৃতি হ্লাদিনী।
অবিচিন্ত্য শক্তি রাধা কৃষ্ণ-উন্মাদিনী॥
অঘটন ঘটাইতে ধরে মহাশক্তি।
নির্বিকারে করিয়াছে বিকার অনুরক্তি।

তত্ত্ববস্তু তার্কিকের আগোচর ; কৃষ্ণকৃপাসাপেক্ষ—

এবে এক উঠিল অপূর্ব পূর্বপক্ষ।
তার্কিক না বুঝে যদি চিন্তে বর্ষ লক্ষ॥
কৃষ্ণ যারে কৃপা করে সেই মাত্র জানে।
লক্ষবর্ষ চিন্তি তাহা না বুঝিবে আনে॥
রাধা কৃষ্ণ-প্রণয়ের বিকার হ্লাদিনী।
প্রণয়ের পরে জন্মে চিত্ত-উন্মাদিনী॥
রাধাকৃষ্ণ দুই হ'লে হয় ত' প্রণয়।
প্রণয় হইলে তবে বিকার ঘটয়॥
দুই দেহ হ'বার আগে বিকার না ছিল।
তবে একরূপ দুই কেমনে হইল॥

হ্লাদিনী হইতে হয় দুই দেহ ভেদ।
কোথা বা হ্লাদিনী ছিল হইল প্রভেদ ॥
এই প্রশ্নের একমাত্র আছে ত' উত্তর।
দেশকালাতীত কৃষ্ণতত্ত্ব নিরন্তর ॥

অপ্রাকৃত-তত্ত্বে দেশকালাদির বিচার নাই—

প্রকৃতির মধ্যে দেখ কালের প্রভাব।
ভূত-ভবিষ্যতের বুদ্ধি তাহার স্বভাব ॥
অপ্রাকৃত তত্ত্বে ভূত ভবিষ্যৎ নাই।
নিত্য-বর্তমান তথা বলিহারি যাই ॥
বাঙ্‌মনের অগোচর অপ্রাকৃত-তত্ত্ব।
বর্ণিতে আইসে দোষ এই মাত্র সত্য ॥
অপ্রাকৃত-তত্ত্বে কভু দোষ নাহি পাই।
অচিন্ত্য-শক্তিতে সব সাবধান ভাই ॥
পূর্বাপর হেন কথা কভু নাহি তায়।
সর্বদা নূতন সব আনন্দে মাতায় ॥
অতএব তত্ত্বে যে অখণ্ড-খণ্ড-ভাব।
সমকালে দেখি সেও তত্ত্বের স্বভাব ॥
বিরুদ্ধ-ধর্মাশ্রয় তত্ত্ব আশ্চর্য তা'র গুণ।
জন্মে নাই হ্লাদিনী তবু ক্রিয়াতে নিপুণ ॥
জন্মিবার পুর্বে রাধাকৃষ্ণে দুই করে।
দুঁহে প্রেমের বিকার হ'য়ে নিজে জন্ম ধরে ॥

নিত্য-বর্তমান তত্ত্ব কালদোষহীন।
কালদোষ-বিচার প্রাকৃতে সমীচীন ॥
শ্রীঅদ্বয়তত্ত্ব আর রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব।
সমকাল সত্য নিত্য আর শুদ্ধ সত্ত্ব ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য—

অতএব রাধাকৃষ্ণ দুই এক হঞা।
অধুনা প্রকট মোর চৈতন্য গোসাঞাঁ ॥
অধুনা বলিতে কালভেদ নাহি কর।
অপ্রাকৃতে কালভেদ নাহি তাহা স্মর ॥
রাধাকৃষ্ণ ছিল, ভেল চৈতন্য গোসাঞি।
এ বলিলে কালদোষ সত্যবস্তু হারাই ॥
'একাত্মা'-শব্দেতে যদি শ্রীচৈতন্যে মান।
রাধাকৃষ্ণে হ'বে ভাই আধুনিক জ্ঞান ॥
অগ্রে রাধাকৃষ্ণ কিবা শচীর নন্দন।
এ বিচারে বৃথা কাল না কর কর্তন ॥
বলিয়াছি অপ্রাকৃতে সব বর্তমান।
চৈতন্যে কৃষ্ণেতে তর্কে হও সাবধান ॥
সমকাল নিত্যকাল দুই তত্ত্ব সত্য।
অখণ্ড অদ্বয় লীলা তত্ত্বের মহত্ত্ব ॥
প্রণয়-বিকার-শক্তি সেই আহ্লাদিনী।
দুই তত্ত্বে সমকাল রাখে এই জানি ॥

সেই ত' চৈতন্য এবে প্রপঞ্চ-প্রকটে।
সংকীর্তন করি' বুলে গঙ্গাসিন্ধুতটে ॥
কৃষ্ণলীলার এই শ্রীচৈতন্যলীলা।
প্রণয়-বিকার যাতে উৎকট হইলা ॥
উৎকট হইয়া কৃষ্ণে রাধাভাবদ্যুতি।
মাখাইল প্রেমভরে আহ্লাদিনী সতী ॥
ব্রজের অধিক সুখ নবদ্বীপধামে।
পাইল পুরট কৃষ্ণ আসি' নিজ কামে ॥

শ্রীচৈতন্যের স্বরূপ—

চৈতন্যমুরতি কৃষ্ণের অপূর্বস্বরূপ।
কৃষ্ণমূর্তি চৈতনের স্বরূপ অপরূপ ॥
হ্লাদিনীর দুই সাজ পরম মধুর।
মধু হৈতে মধু, তাহা হৈতে সুমধুর ॥
সুমধুর স্বরূপ কৃষ্ণের চৈতন্যমরতি।
নিরন্তর করি তাঁ'তে দণ্ডবন্নতি ॥
যদি বল একাত্মা-শব্দে ব্রহ্ম নির্বিকার।
যাহা হৈতে রাধাকৃষ্ণস্বরূপ সাকার ॥
এ সিদ্ধান্ত হৈতে নারে শ্লোকের আভাসে।
সেই দুই এক আত্মা চৈতন্যপ্রকাশে ॥

'ব্রহ্ম' শ্রীচৈতন্যের অঙ্গকান্তি—

চৈতন্য নহেন কভু ব্রহ্ম নির্বিকার।
আনন্দবিকারপূর্ণ বিশুদ্ধ সাকার ॥

ব্রহ্ম তাঁ'র শ্রীঅঙ্গের জ্যোতি নির্বিশেষ।
ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা কৃষ্ণচৈতন্যবিশেষ॥
অতএব একাত্মা-শব্দেতে শ্রীচৈতন্য।
বুঝেন পণ্ডিতগণ স্বরূপাদি ধন্য॥
সেই ত' 'একাত্ম'-তত্ত্বে কর পরণাম।
রাধাকৃষ্ণসেবা পাবে, সিদ্ধ হ'বে কাম॥

'পরমাত্মা' শ্রীচৈতন্যের অংশ—

যদি বল একাত্মা-শব্দে হয় পরমাত্মা।
যাহা হইতে রাধাকৃষ্ণ হয় দুই আত্মা॥
শ্লোকের আভাসে তাহা কভু নহে সিদ্ধ।
চৈতন্যাখ্য-শব্দে হয় বড়ই বিরুদ্ধ॥
মূলতত্ত্ব শ্রীচৈতন্যস্বরূপ জানিবা।
তাঁহার অংশ পরমাত্মা সর্বদা বুঝিবা॥
রাধাকৃষ্ণ ঐক্য সেই একাত্ম-স্বরূপ।
শ্রীচৈতন্য মোর প্রাণ-নাথ অপরূপ॥
রাধাপদ-দাসী আমি রাধাপদ-দাসী।
রাধাদ্যুতি-সুবলিত রূপ ভালবাসি॥
পরাৎপর শচীসুত তাঁহার চরণে।
দণ্ড পরণাম মোর অনন্যশরণে॥



দ্বিতীয় অধ্যায়

গ্রন্থরচনা

চৈতন্যের রূপ গুণ সদা পড়ে মনে।
পরাণ কাঁদায়, দেহ কাঁপায় সঘনে॥
কাঁদিতে কাঁদিতে মনে হইল উদয়।
লেখনী ধরিয়া লিখি ছাড়ি' লাজ ভয়॥
নামেতে 'পণ্ডিত' মাত্র, ঘটে কিছু নাই।
চৈতন্যের লীলা তবু লিখিবারে চাই॥

'স্বরূপ গোসাঞি' ও 'পণ্ডিত জগদানন্দ'—

গোঁসাই স্বরূপ বলে "কি লিখ পণ্ডিত"।
আমি বলি "লিখি তাই যাহাতে পীরিত॥
চৈতন্যের লীলাকথা যাহা পড়ে মনে।
লিখিয়া রাখিব আমি অতি সংগোপনে॥"
স্বরূপ বলেন "তবে লিখ প্রভুর চরিত।
যাহা পড়ি' জগতের হ'বে বড় হিত॥"
আমি বলি "জগতের হিত নাহি জানি।
যাহা যাহা ভাল লাগে তাই লিখে আনি॥"
স্বরূপ ছাড়িল মোরে বাতুল বলিয়া।
একা বসি' লিখি আমি প্রভু ধেয়াইয়া॥
দেখিছি অনেক লীলা থাকি' প্রভুসঙ্গে।
কিছু কিছু লিখি তাই নিজ মনোরঙ্গে॥

মন কাঁদে, প্রাণ কাঁদে, কাঁদে দুটী আঁখি।
যখন যাহা মনে পড়ে তখন তাহা লিখি॥

শ্রীমহাপ্রভু ও গ্রন্থকার—

প্রভু মোরে হাস্য করি' কৈল একদিন।
"দ্বারকার পাটেশ্বরী তুমি ত' প্রবীণ॥
আমি ত' ভিখারী অতি, মোরে সেব কেন।
কত শত সন্ন্যাসী পাইবে আমা হেন॥"
মুঞি বলি—"রেখে দাও তোমার ছলনা।
রাধাপদ-দাসী আমি, ওকথা ব'লো না॥
আমার রাধার বর্ণ করিয়াছ চুরি।
ব্রজে ল'য়ে যা'ব আমি তোমায় চোর ধরি'॥
আমি চাই রাধাপদ, তুমি ফেল ঠেলি'।
দ্বারকা পাঠাও মোরে, এই তোমার কেলি॥
তোমার সন্ন্যাসিগিরি আমি ভাল জানি।
মোদের বঞ্চিয়া রাধা সেবিবে আপনি॥"

বাল্যঘটনাস্মরণে গ্রন্থকারের আক্ষেপোক্তি—

আহা সে চৈতন্যপদ, ভজনের সম্পদ,
কোথা এবে গেল আমা ছাড়ি'।
আমাকে ফেলিয়া গেল, মৃত্যু মোর না হইল,
শোকে আমি যাই গড়াগড়ি॥

একদিন শিশুকালে, দুজনেতে পাঠশালে,
কোন্দলে করিনু হাতাহাতি।
মায়াপুরে গঙ্গাতীরে, পড়িয়া দুঃখের ভারে,
কাঁদিলাম একদিন রাতি॥
সদয় হইয়া নাথ, না হইতে পরভাত,
গদাধরের সঙ্গেতে আসিয়া।
ডাকেন "জগদানন্দ! অভিমান বড় মন্দ,
কথা বলো বক্রতা ছাড়িয়া॥"
প্রভুর বদন হেরি', অভিমান দূর করি',
জিজ্ঞাসিলাম—"এত রাত্রে কেন?
নদীয়ার কড়া ভূমি, চলি' কষ্ট পাইলে তুমি,
মো লাগি' তোমার কষ্ট হেন॥"
প্রভু বলে "চল, চল, নিশি অবসান ভেল,
গৃহে গিয়া করহ ভোজন।
তব দুঃখ জানি' মনে, ছিলাম আমি অনশনে,
শয্যা ছাড়ি' ভূমিতে শয়ান॥
হেনকালে গদাধর, আইল আমার ঘর,
দুঁহে আইনু তোমার তল্লাসে।
ভাল হৈল মান গেল, এবে নিজ গৃহে চল,
কালি খেলা করিব উল্লাসে॥"
গদাই-চরণ ধরি', উঠিলাম ধীরি ধীরি,
প্রভু-আজ্ঞা ঠেলিতে না পারি।

প্রভুর গৃহেতে গিয়া, কিছু খাই জল পিয়া,
শুইলাম দণ্ড দুই চারি ॥
প্রাতে শচী-জগন্নাথ, মোরে দিলা দুধ-ভাত,
প্রভু-সঙ্গে পড়িতে পাঠায়।
পড়িয়া শুনিয়া তবে, আইলাম গৃহে যবে,
প্রভু মোর গৃহে আসি' খায় ॥
কোন্দলের পরে প্রেম, হয় যেন শুদ্ধ হেম,
কত সুখ মনেতে হইল।
প্রভু বলে, "এই লাগি', তুমি রাগো, আমি রাগি,
পরস্পর প্রেম-বৃদ্ধি ভেল ॥"

গ্রন্থকারের শ্রীচৈতন্যপ্রীতি—

এ হেন গৌরাঙ্গচাঁদ, না ভজিলে পরমাদ,
ভজিলে পরম সুখ হয়।
দয়ার ঠাকুর তেঁহ, তাঁ'কে কি ভুলিবে কেহ,
এত দয়া দাসে বিতরয় ॥
চৈতন্য আমার প্রভু, চৈতন্যে না ছাড়ি কভু,
সেই মোর প্রাণের ঈশ্বর।
যে চৈতন্য বলি' ডাকে, উঠে কোল দিই তাকে,
সেই মোর প্রাণের সোদর ॥
হা চৈতন্য প্রাণধন, না বলিল যেইজন,
মুখ তা'র না দেখি নয়নে।

চৈতন্যে ভুলিল যেবা, যদিও সে দেবী দেবা,
কুপ্রভাত তা'র দরশনে ॥
চৈতন্যে ছাড়িয়া অন্য, সন্ন্যাসীর করে মান্য,
তা'রে যষ্টি করিব প্রহার।
ছাড়িয়া চৈতন্যকথা, অন্য ইতিহাস বৃথা,
বলে যেই মুখে আগুন তা'র ॥
চৈতন্যের যাহে সুখ, তাহে যদি ঘটে দুঃখ,
চির দুঃখ ভোগ হউ মোর।
সে যদি স্বসুখ ত্যজে, যতি-ধর্ম কভু ভজে,
আমি তা'হে দুঃখেতে বিভোর ॥

শ্রীগৌরগদাধর-তত্ত্ব—

একদিন প্রভু মোর খেলিতে খেলিতে।
চলিল অলকাতীরে নিবিড় বনেতে ॥
আমি আর গদাধর আছিলাম সঙ্গে।
বকুলের গাছে শুক পক্ষী ধরে রঙ্গে ॥
শুকে ধরি' বলে, "তুই ব্যাসের নন্দন।
রাধাকৃষ্ণ বলি' কর আনন্দ বর্ধন ॥"
শুক তাহা নাহি বলে, বলে "গৌরহরি"।
প্রভু তা'রে দূরে ফেলে কোপ ছল করি' ॥
তবু শুক "গৌর গৌর" বলিয়া নাচয়।
শুকের কীর্তনে হয় প্রেমের উদয় ॥

প্রভু বলে, "ওরে শুক এযে বৃন্দাবন।
রাধাকৃষ্ণ বল হেথা শুনুক সর্বজন॥"
শুক বলে, "বৃন্দাবন নবদ্বীপ হইল।
রাধাকৃষ্ণ গৌরহরি-রূপে দেখা দিল॥
আমি শুক এই বনে গৌর-নাম গাই।
তুমি মোর কৃষ্ণ, রাধা এই যে গদাই॥
গদাই-গৌরাঙ্গ মোর প্রাণের ঈশ্বর।
আন কিছু মুখে না আইসে অতঃপর॥"
প্রভু বলে, "আমি রাধাকৃষ্ণ-উপাসক।
অন্য নাম শুনিলে আমার হয় শোক॥"
এত বলি' গদাইয়ের হাতটী ধরিয়া।
মায়াপুরে ফিরে আইল শুকেরে ছাড়িয়া॥
শুক বলে, "গাও তুমি যাহা লাগে ভাল।
আমার ভজন আমি করি চিরকাল॥"
মধুর চৈতন্যলীলা জাগে যা'র মনে।
মোর দণ্ডবৎ ভাই তাঁহার চরণে॥

শ্রীনবদ্বীপ ও বৃন্দাবন—

গদাই-গৌরাঙ্গে মুঞি "রাধাশ্যাম" জানি।
ষোলক্রোশ "নবদ্বীপে" "বৃন্দাবন" মানি॥
যশোদানন্দনে আর শচীর নন্দনে।
যে-জন পৃথক্ দেখে সে না মরে কেনে॥

নবদ্বীপে না পাইল যেই বৃন্দাবন।
বৃথা সে তার্কিক কেন ধরয় জীবন ॥

'গৌর'-ভজন বিনা 'রাধাকৃষ্ণ'-ভজন বৃথা—

গৌর-নাম, গৌর-ধাম, গৌরাঙ্গ-চরিত।
যে ভজে তাহাতে মোর অকৈতব প্রীত ॥

গৌর-রূপ, গৌর-নাম, গৌর-লীলা, গৌর-ধাম,
যে না ভজে গৌড়েতে জন্মিয়া।
রাধাকৃষ্ণ-নাম-রূপ, ধাম-লীলা অপরূপ,
কভু নাহি স্পর্শে তার হিয়া ॥

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম প্রণাম

যাঁ'র অংশে সত্যভামা দ্বারকায় ধাম।
সে রাধা-চরণে মোর অসংখ্য প্রণাম ॥
শ্রীনন্দনন্দন এবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
গদাধরে সঙ্গে আনি' নদীয়া কৈল ধন্য ॥
গদাধরে লঞা শ্রীপুরুষোত্তম আইল।
গদাই-গৌরাঙ্গ-রূপে গূঢ়-লীলা কৈল।
টোটা-গোপীনাথ-সেবা গদাধরে দিল ॥
মোরে দিল গিরিধারি-সেবা সিন্ধুতটে।
গৌড়ীয়-ভকত সব আমার নিকটে ॥

দামোদর স্বরূপ আমার প্রাণের সমান।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যা'র দেহ-মন-প্রাণ ॥
নমি প্রাণ-গৌরপদে সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া।
এ "প্রেমবিবর্ত" লিখি ভক্ত-আজ্ঞা পা'য়া ॥

চতুর্থ অধ্যায়
গৌরস্য গুরুতা

গৌরের নৃত্য, নিত্য—

ভাইরে ভজ মোর প্রাণের গৌরাঙ্গ।
গৌর বিনা বৃথা সব জীবনের রঙ্গ ॥
নবদ্বীপ-মায়াপুরে শচীর অঙ্গনে।
গৌর নাচে নিত্য নিতাই অদ্বৈতের সনে
শ্রীবাস-অঙ্গনে নাচে গায় রসভরে।
যে দেখিল একবার আর না পাশরে ॥
আমার হৃদয়ে নাট অঙ্কিত হইয়া।
নিরন্তর আছে মোর প্রাণ কাঁদাইয়া ॥
জগন্নাথ-মন্দিরেতে নৃত্য দেখি যবে।
অনন্ত ভাবের ঢেউ মনে উঠে তবে ॥
আর কি দেখিব প্রভুর জাহ্নবীপুলিনে।
সুনৃত্য-কীর্তনলীলা এ ছার-জীবনে ॥

সর্বদেবদেবী শ্রীগৌরাঙ্গের দাস—

নিষ্ঠা করি' ভজ ভাই গৌরাঙ্গচরণ।
অন্য দেব-দেবী কভু না কর ভজন॥
গৌরাঙ্গের দাস বলি' সর্বদেবে জান।
কৃষ্ণ হৈতে গৌরকে কভু না জানিবে আন॥
নিজ গুরুদেবে জান গৌরকৃপাপাত্র।
গৌরাঙ্গ-পার্ষদে জান গৌরদেহগাত্র॥
গৌর-বৈরী রসপোষ্টা এই মাত্র জান।
সকলে গৌরাঙ্গ-দাস এ কথাটী মান॥

গৌরভজননিষ্ঠা—

পরনিন্দা পরচর্চা না কর কখন।
দৃঢ়ভাবে একান্তে ভজ শ্রীগৌরচরণ॥
গৌর যে বিশাল নাম সেই নাম গাও।
অন্য সব নামমাহাত্ম্য সেই নামে পাও॥
গৌর বিনা গুরু নাই এ ভব-সংসারে।
সরল গৌরাঙ্গভক্তি শিখাও সবারে॥
কুটীনাটী ছাড়, মন করহ সরল।
গৌর-ভজা লোকরক্ষা একত্রে নিষ্ফল॥
হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই।
একপাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঞি॥
জগাই বলে যদি একনিষ্ঠ না হইবে।
দুই নায়ে নদী-পারের দুর্দশা লভিবে॥

পঞ্চম অধ্যায়

বিবর্ত বিলাসসেবা

প্রেমের বৈচিত্ত্যগত, প্রেমের বিবর্ত যত,
মোর মনে নাচে নিরন্তর।
কলহ গৌরের সনে, করি আমি দিনে দিনে,
'কুন্দলে জগাই, নাম মোর ॥
গেলাম ব্রজ দেখিবারে, রহি সনাতনের ঘরে,
কলহ করিনু তা'র সনে।
রক্তবস্ত্র সন্ন্যাসীর, শিরে বাঁধি' আইলা ধীর,
ভাতের হাঁড়ি মারিতে কৈনু মনে ॥
সনাতনের বিনয় দেখে, ছাড়ি' তা'রে এক পাকে,
লজ্জায় বসিনু এক ধারে।
গৌর মোর যত জানে, আমায় পাঠায় বৃন্দাবনে,
মজা দেখে থাকি' নিজে দূরে ॥
ভাল, তা'র হউক সুখ, মোর হউক চিরদুঃখ,
তা'র সুখে হ'বে মোর সুখ।
আমি কাঁদি রাত্রদিনে, গৌর-বিচ্ছেদ ভাবি' মনে,
গৌর হাসে দেখি' কাঁদা মুখ ॥
সেই ত' কপটন্যাসী, তাঁ'র লীলা ভালবাসী,
মধুমাখা কথাগুলি তা'র।
যে ভাব ব্রজেতে ভেবে, পুনঃ সেই ভাব এবে,
বুঝেও না বুঝি আর বার ॥

চন্দনাদি তৈল আনি', বাঁকা বাঁকা কথা শুনি',
তৈল-ভাণ্ড ভাঙ্গিলাম বলে।
মান করি' নিজাসনে, শুঞা রৈনু অনশনে,
সে মান ভাঙ্গিল নানা ছলে॥
আমারে করায় পাক, অন্নব্যঞ্জন আবোনা শাক,
বলে—ক্রোধের পাক বড় মিষ্ট।
বাড়ায় আমার রোষ, তা'তে তা'র সন্তোষ,
তা'র প্রসন্নতা মোর ইষ্ট॥
জিজ্ঞাসিল সনাতন, যাইতে কৈনু বৃন্দাবন,
তা'তে মোরে রাখে বোকা করি'।
বাল্য-বুদ্ধি দেখি' তা'র, চিত্তে হয় চমৎকার,
আমি তা'র পাদপদ্ম ধরি'॥
বৃন্দাবন যাইতে চাই, তা'তে আজ্ঞা নাহি পাই,
নানা ছল করে মোর সনে।
যখন কোন্দল হয়, নবদ্বীপে যেতে কয়,
সেহ তা'র কৃপা জানি মনে॥
মাতৃ-আজ্ঞা ছল করি', আছেন বৈকুণ্ঠপুরী,
নিজধাম ছাড়িয়া এখন।
তা'তে পাঠায় নিজপুরে, যাহাকে সে কৃপা করে,
যেন গোপের গোলোক-দর্শন॥
এই ভাবে গৌর-সেবা, করি আমি রাত্রদিবা,
গৌরগণের এই ত' স্বভাব।
গৌর-গদাধর-পদ, আমার ত' সম্পদ,
দামোদর জানে এই ভাব॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

জীব-গতি

'জীব' ও 'কৃষ্ণ'—

চিৎকণ—জীব, কৃষ্ণ—চিন্ময় ভাস্কর।
নিত্যকৃষ্ণ দেখি' কৃষ্ণে করেন আদর॥

মায়াগ্রস্ত জীব—

কৃষ্ণ-বহির্মুখ হঞা ভোগ-বাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে-ভাব উদয়॥
আমি সিদ্ধ কৃষ্ণদাস, এই কথা ভু'লে।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্তে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস প্রভু॥

সাধুসঙ্গে নিস্তার—

এইরূপে সংসার ভ্রমিতে কোন জন।
সাধুসঙ্গে নিজতত্ত্ব অবগত হ'ন॥
নিজতত্ত্ব জানি' আর সংসার না চায়।
কেন বা ভজিনু মায়া করে হায় হায়॥

কেঁদে বলে, ওহে কৃষ্ণ! আমি তব দাস।
তোমার চরণ ছাড়ি' হৈল সর্বনাশ॥
কৃপা করি' কৃষ্ণ তারে ছাড়ান সংসার।
কাকুতি করিয়া কৃষ্ণে যদি ডাকে একবার॥
মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়।
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥
কৃষ্ণ তা'রে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল।
মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্বল॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম—এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥
সকল ভরসা ছাড়ি' গোরাপদে আশ।
করিয়া বসিয়া আছে জগাই গোরার দাস॥



সপ্তম অধ্যায়

সকলের পক্ষে নাম

অসাধু-সঙ্গে নাম হয় না—

অসাধু-সঙ্গে ভাই, কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস হয়, সদা নাম-অপরাধ।
এ সব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥

নামভজন-প্রণালী—

যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছা দূরে পরিহর॥
'দশ অপরাধ'* ত্যজ মান অপমান।
অনাসক্ত্যে বিষয় ভুঞ্জ, আর লহ কৃষ্ণনাম॥
কৃষ্ণভক্তির অনুকূল সব করহ স্বীকার।
কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল সব কর পরিহার॥
জ্ঞানযোগচেষ্টা ছাড় আর কর্মসঙ্গ।
মর্কটবৈরাগ্য ত্যজ যাতে দেহরঙ্গ॥
কৃষ্ণ আমায় পালে রাখে জান সর্বকাল।
আত্মনিবেদনদৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥
সাধু পাওয়া কষ্ট বড় জীবের জানিয়া।
সাধুভক্তরূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া॥
গোরাপদ আশ্রয় করহ বুদ্ধিমান্।
গোরা বৈ সাধু গুরু আছে কে বা আন॥

বৈরাগীর কর্তব্য—

বৈরাগী ভাই গ্রাম্য কথা না শুনিবে কানে।
গ্রাম্যবার্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে॥
স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ।
গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন॥

---

* দশবিধ নামাপরাধ :—এই গ্রন্থের "নামপটল-রহস্যে" শ্রীসনৎকুমারের উক্তিতে দ্রষ্টব্য।

যদি চাহ প্রণয় রাখিতে গৌরাঙ্গের সনে।
ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে ॥
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।
হৃদয়েতে রাধাকৃষ্ণ সর্বদা সেবিবে॥
বড় হরিদাসের ন্যায় কৃষ্ণনাম বলিবে বদনে।
অষ্টকাল রাধাকৃষ্ণ সেবিবে কুঞ্জবনে ॥

“গৃহস্থ’ ও ‘বৈরাগী’র প্রতি আদেশ—

গৃহস্থ বৈরাগী দুঁহে বলে গোরারায়।
দেখ ভাই! নাম বিনা যেন দিন নাহি যায় ॥
বহু-অঙ্গ-সাধনে ভাই নাহি প্রয়োজন।
কৃষ্ণনামাশ্রয়ে শুদ্ধ করহ জীবন ॥
বদ্ধ জীবে কৃপা করি’ কৃষ্ণ হইল নাম।
কলিজীবে দয়া করি’ কৃষ্ণ হইল গৌরধাম ॥
একান্ত-সরল-ভাবে ভজ গৌরজন।
তবে ত’ পাইবে ভাই, শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥
গৌরজন-সঙ্গ কর গৌরাঙ্গ বলিয়া।
‘হরে কৃষ্ণ’ নাম বল নাচিয়া নাচিয়া ॥
অচিরে পাইবে ভাই! নামপ্রেমধন।
যাহা বিলাইতে প্রভুর ন’দে আগমন ॥
প্রভুর কুন্দলে জগণ কেঁদে কেঁদে বলে।
নাম ভজ, নাম গাও ভকতসকলে ॥

অষ্টম অধ্যায়

কুটীনাটি ছাড়

সরল মনে "গোরা" ভজন—

গোরা ভজ, গোরা ভজ, গোরা ভজ ভাই।
গোরা বিনা এ জগতে গুরু আর নাই ॥
যদি ভজিবে গোরা সরল কর নিজ মন।
কুটীনাটি ছাড়ি' ভজ গোরার চরণ ॥
মনের কথা গোরা জানে, ফাঁকি কেমনে দিবে।
সরল হ'লে গোরার শিক্ষা বুঝিয়া লইবে ॥
আনের মন রাখিতে গিয়া আপনাকে দিবে ফাঁকি।
মনের কথা জানে গোরা, কেমনে হৃদয় ঢাকি ॥
গোরা বলে—আমার মত করহ চরিত।
আমার আজ্ঞা পালন কর চাহ যদি হিত ॥

কপট ভজন—

গোরার আমি, গোরার আমি, মুখে বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার, গোরার বিচার লইলে ফল ফলে ॥
লোক-দেখান গোরা ভজা, তিলক মাত্র ধরি'।
গোপনেতে অত্যাচার, গোরা ধরে চুরি ॥
অধঃপতন হ'বে ভাই! কৈলে কুটীনাটি।
নাম-অপরাধে তোমার ভজন হ'বে মাটি ॥

নাম লঞা যে করে পাপ, হয় অপরাধ।
এ'র মত ভক্তি আর আছে কিবা বাধ॥
নাম করিতে কষ্ট নাই, নাম সহজ ধন।
ওষ্ঠ-স্পন্দ-মাত্রে হয় নামের কীর্তন।
তাহাও না হয় যদি, হয় নামের স্মরণ॥
তুণ্ডবন্ধে চিত্তভ্রংশে শ্রবণ তবু হয়।
সর্বপাপ ক্ষয়ে জীবের মুখ্য ফলোদয়॥
বহুজন্ম অর্চনেতে এই ফল ধরে।
কৃষ্ণনাম নিরন্তর তুণ্ডে নৃত্য করে॥
কর্মজ্ঞানযোগাদির সেই শক্তি নহে।
বিধিভঙ্গদোষে ফলহীন শাস্ত্রে কহে॥
সে সব ছাড় ভাই! নাম কর সার।
অতি অল্পদিনে তবে জিনিবে সংসার॥

কবিকর্ণপূর—

ধন্য কবি কর্ণপূর স্বগ্রামনিবাসী।
নামের মহিমা কিছু রাখিল প্রকাশি॥
গৌর যারে কৃপা করে, বিশ্বে সেই ধন্য।
সপ্তবর্ষ বয়সে কৈল মহাকবি মান্য॥
ধন্য শিবানন্দ কবি-কর্ণপূর-পিতা।
মোরে বাল্যে শিখাইলে ভাগবত-গীতা॥
নদীয়া লইয়া মোরে রাখে প্রভুপদে।
শিবানন্দ ত্রাতা মোর সম্পদে বিপদে॥

তা'র ঘরে ভোগ রান্ধি' পাক-শিক্ষা হইল
ভাল পাক করি' শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবা কৈল ॥
জগাই বলে—সাধুসঙ্গে দিন যায় যা'র।
সেই মাত্র নামাশ্রয় করে নিরন্তর ॥



নবম অধ্যায়

যুক্ত বৈরাগ্য

বৈরাগ্য দুই প্রকার—'ফল্গু' ও 'যুক্ত'

একদিন জিজ্ঞাসিলেন গোসাঞি সনাতন
'যুক্ত বৈরাগ্য' কারে বলে, প্রভু করুন্ বর্ণন ॥
মায়াবাদী বলে সব কাকবিষ্ঠাসম।
বিষয় জানিলে ন্যাসী হয় সর্বোত্তম ॥
বৈষ্ণবের কি কর্ত্তব্য, জানিতে ইচ্ছা করি।
কৃপা করি' আজ্ঞা কর, আজ্ঞা শিরে ধরি ॥
প্রভু বলে—বৈরাগ্য হয় দুই ত' প্রকার।
'ফল্গু'-'যুক্ত'-ভেদ আমি শিখাইনু বার বার ॥

ফল্গুবৈরাগ্য—

কর্ম্মী, জ্ঞানী যবে করে নির্বেদ আশ্রয়।
তা'র চিত্তে ফল্গুবৈরাগ্য পায় তুষ্টাশয় ॥

সংসারেতে তুচ্ছবুদ্ধি আসিয়া তখন।
জড়-বিপরীত ধর্মে করে প্রবর্তন॥
কৃষ্ণসেবা সাধুসেবা আত্মরসাস্বাদ।
জড়-বিপরীত ধর্মে পায় নিতান্ত অবসাদ॥
ফল্গুবৈরাগীর মন সদা শুষ্ক রসহীন।
নাম-রূপ-গুণ-লীলা না হয় সমীচীন॥

যুক্ত বৈরাগ্য—

যুক্তবৈরাগীর ভক্তি হয় ত' সুলভ।
কৃষ্ণভক্তি-পূত বিষয় তা'র ঘটে সব॥
প্রকৃতির জড়ধর্ম তা'র চিত্ত ছাড়ে অনায়াসে।
চিৎ-আশ্রয়ে মজে শীঘ্র অপ্রাকৃত ভক্তিরসে॥
ভক্তিযোগে শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা পায়।
'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি' প্রতিজ্ঞা জানায়॥
প্রসন্ন হইয়া কৃষ্ণ যা'রে কৃপা করে।
সেই জন ধন্য এই সংসার-ভিতরে॥
গোলোকের পরম ভাব তা'র চিত্তে স্ফুরে।
গোকুলে গোলোক পায়, মায়া পড়ে দূরে॥

শুষ্ক বৈরাগ্য দূর করা কর্তব্য—

ওরে ভাই শুষ্ক বৈরাগ্য এবে দূর কর।
যুক্ত-বৈরাগ্য আনি' সদা হৃদয়েতে ধর॥
বিষয় ছাড়িয়া ভাই কোথা যাবে বল।
বনে যাবে, সেখানে বিষয়জঞ্জাল॥

পেট তোমার সঙ্গে যা'বে, দেহের রক্ষণে
কত লেঠা হ'বে তাহা ভেবে দেখ মনে ॥
অকারণে জীবনের শীঘ্র হ'বে ক্ষয়।
মরিলে কেমনে আর মায়া কর্‌বে জয় ॥
যদিও না মর তবু হইবে দুর্বল।
জ্ঞাননাশ হইলে কোথা জ্ঞানের সম্বল ॥

সুতরাং যুক্ত বৈরাগ্য কর্তব্য—

ঘরে বসি' সদা কাল কৃষ্ণনাম লঞা।
যথাযোগ্য-বিষয় ভুঞ্জ, অনাসক্ত হঞা ॥
'যথাযোগ্য'-এই শব্দ দু'টির মর্মার্থ বুঝে লহ।
কপটার্থ লঞা যেন দেহারামী না হ ॥
শুদ্ধভক্তির অনুকূল কর অঙ্গীকার।
শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল কর অস্বীকার ॥
মর্মার্থ ছাড়িয়া যেবা শব্দ অর্থ করে।
রসের বশে দেহারামী কপট মার্গ ধরে ॥
ভাল খায়, ভাল পরে, করে বহু ধনার্জন।
যোষিৎসঙ্গে রত হঞা ফিরে রাত্রদিন ॥
ভাল শয্যা অট্টালিকা খোঁজে অর্বাচীন।
দেহযাত্রার উপযোগী নিতান্ত প্রয়োজন ॥
বিষয় স্বীকার করি' কর দেহের রক্ষণ।
সাত্ত্বিক সেবন কর আসব-বর্জন।
সর্বভূতে দয়া করি' কর উচ্চ সংকীর্তন ॥

দেবসেবা ছল করি' বিষয় নাহি কর।
বিষয়েতে রাগ-দ্বেষ সদা পরিহর॥
পরহিংসা কপটতা অন্য সনে বৈর।
কভু নাহি কর ভাই! যদি মোর বাক্য ধর॥
নির্জন সুদৃঢ় ভক্তি কর আলোচন।
কৃষ্ণসেবার সম্বন্ধে দিন করহ যাপন॥
মঠ-মন্দির দালান বাড়ীর না কর প্রয়াস।
অর্থ থাকে কর ভাই! যেমন অভিলাষ॥
অর্থ নাই তবে মাত্র সাত্ত্বিক সেবা কর।
জল-তুলসী দিয়া গিরিধারীকে বক্ষে ধর॥
ভাবেতে কাঁদিয়া বল,—"আমি ত' তোমার।
তব পাদপদ্ম চিত্তে রহুক আমার"॥
বৈষ্ণবে আদর কর প্রসাদাদি দিয়া।
অর্থ নাই দৈন্যবাক্যে তোষ মিনতি করিয়া॥
পরিজন পরিকর কৃষ্ণদাস-দাসী।
আত্মসম পালনে হইবে মিষ্টভাষী॥
স্মরণ-কীর্তন-সেবা সর্বভূতে দয়া।
এই ত' করিবে যুক্ত বৈরাগী হইয়া॥
কৃষ্ণ যদি নাহি দেয় পরিজন-পরিকর।
অথবা দিয়া ত' লয় সর্ব সুখের আকর॥
শোক-মোহ ছাড় ভাই! নাম কর নিরন্তর।
জগাই বলে, এভাব গৌরের সনে মোর কোঁদল বিস্তর॥

দশম অধ্যায়

জাতিকুল

কুল ও ভজনযোগ্যতা—

শ্রদ্ধা হইলে নরমাত্র নামের অধিকারী।
জাতিকুলের তর্ক তর্কীর না চলে ভারিভুরি॥
ব্রাহ্মণের সৎকুল না হয় ভজনের যোগ্য।
শ্রদ্ধাবান্ নীচজাতি নহে ভজনে অযোগ্য॥

কুলাভিমানী অভক্ত—

সংসারের দশকর্মে জাতিকুলের আধিপত্য।
কৃষ্ণভজনে জাতিকুলের না আছে মাহাত্ম্য॥
জাতিকুলের অভিমানে অহংকারী জন।
ভক্তিকে বিদ্বেষ করি' যায় নরক-ভবন॥
না মানে বৈষ্ণবভক্ত, না মানে ধর্মাধর্ম।
অহঙ্কারে করে সদা অকর্ম-বিকর্ম॥

অভক্ত বিপ্র হইতে ভক্ত মুচি শ্রেষ্ঠ—

মুচি হঞা কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণকৃপা পায়।
শুচি হঞা ভক্তিহীন কৃষ্ণকৃপা নাহি তায়॥
দ্বাদশ গুণেতে বিপ্র অলঙ্কৃত হঞা।
কৃষ্ণভক্তি বিনা যায় নরকে চলিয়া॥
কৃষ্ণভক্তি যথা, তথা সর্বগুণগণ।
আপন ইচ্ছায় দেহে বৈসে অনুক্ষণ॥

মৃতদেহে অলঙ্কার হয় ঘৃণাস্পদ।
অভক্তের জপ তপ বাহ্য সে সম্পদ॥

বিষয়ে রাগদ্বেষ বর্জ্জনীয়—

ভজ ভাই ! একমনে শচীর নন্দন।
জাতিকুলের অভিমান হ'বে বিসর্জ্জন॥
অভিমান ছাড়িলে ভাই ! ছাড়িবে বিষয়।
বিষয় ছাড়িলে শুদ্ধ হ'বে তোমার আশয়॥
বিষয় হইতে অনুরাগ লও উঠাইয়া।
কৃষ্ণপদাম্বুজে রাগে দেহ লাগাইয়া॥
হও তুমি সৎকুলীন তাহে কিবা ক্ষতি।
কুলের অভিমান ছাড়ি' হও দীনমতি॥

অভিমানহীন দীনের প্রতি ভগবানের দয়া—

দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবানে।
অভিমান দৈন্য নাহি রহে একস্থানে॥
অভিমান নরকের পথ, তাহা যত্নে ত্যজ।
দৈন্যে রাধাগোবিন্দের পাদপদ্মে মজ॥

অভিমান-ত্যাগ নিত্যানন্দের দয়া-সাপেক্ষ—

আহা! প্রভু নিত্যানন্দ কবে করিবে দয়া।
অভিমান ছাড়াঞা মোরে দিবে পদ-ছায়া॥



একাদশ অধ্যায়

নবদ্বীপ-দীপক

শ্রীনবদ্বীপ বৃন্দাবন অভিন্ন—

ব্রহ্মাণ্ডে ধরণী ধন্য, ধরায় গৌড়-ক্ষৌণী ধন্য।
গৌড়ে নবদ্বীপ ধন্য দ্ব্যষ্টক্রোশ জগৎ-মান্য॥
মধ্যে স্রোতস্বতী ধন্য ভাগীরথী বেগবতী।
তাহাতে মিলিছে আসি' শ্রীযমুনা সরস্বতী॥
তা'র পূর্বতীরে সাক্ষাৎ গোলোক মায়াপুর।
তথায় শ্রীশচীগৃহে শোভে গৌরাঙ্গঠাকুর॥
যে ঠাকুর দ্বাপরের শেষ বৃন্দাবনে বনে।
মহারাসক্রীড়া কৈল রাধিকাদি গোপী-সনে॥
পরকীয় মহারাস গোলোকের নিত্যধন।
আনিল ব্রজের সহ নন্দযশোদানন্দন॥
সেই ঠাকুর আবার নিজের যোগ-মায়াপুর।
প্রপঞ্চে আনিল গৌড়ে রসাস্বাদ সুচতুর॥

গৌরাবতারের হেতু—

শ্রীকৃষ্ণলীলায় বাঞ্ছাত্রয় না হৈল পূরণ।
শ্রীগৌরলীলায় পূর্ণ কৈল সে সুখ সাধন॥
মোরে প্রণয় করি' রাধা পায় কিবা সুখ।
মোর-মাধুর্য আস্বাদনে রাধার কত যে কৌতুক॥

আমার অনুভবে রাধায় সৌখ্য কি প্রকার।
নায়ক হৈঞা নাহি বুঝি এ সুখের সার॥
অতএব রাধার ভাবকান্তি লঞা গৌর হ'ব।
কৃষ্ণমাধুর্যাদি ভক্তভাবে আস্বাদ পাইব ॥
এত ভাবি' কৃষ্ণ নিজ ধাম লঞা গৌড়-দেশে।
নবদ্বীপে প্রকটিল স্বয়ং আনন্দ-আবেশে ॥

গৌরের ভজনপ্রণালীতে কৃষ্ণভজন—

ওরে ভাই! সব ছাড়ি' বৈস নবদ্বীপপুরে।
গৌরাঙ্গের অষ্টকাল ভজ, দুঃখ যা'বে দূরে ॥
অষ্টকালে অষ্টপরকার কৃষ্ণলীলা সার।
গৌরোদিত ভাবে ভজ, পা'বে প্রেম চমৎকার ॥
কৃষ্ণ ভজিবারে যা'র একান্ত আছে মন।
গৌড়ের অষ্টকালে ভজ কৃষ্ণরসধন ॥
গৌরভাব নাহি জানে, যে কৃষ্ণ ভজিতে চায়।
অপ্রাকৃত কৃষ্ণতত্ত্ব তা'র কভু নাহি ভায় ॥

আচার্য বর্ণাশ্রমে আবদ্ধ নহেন—

কিবা বর্ণী, কিবাশ্রমী কিবা বর্ণাশ্রমহীন।
কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা, সেই আচার্য প্রবীণ ॥

অসদ্ গুরুগ্রহণে সর্বনাশ—

আসল কথা ছেড়ে ভাই! বর্ণে যে করে আদর।
অসদ্‌গুরু করি' তা'র বিনষ্ট পূর্বাপর ॥

দ্বাদশ অধ্যায়

বৈষ্ণব-মহিমা

কৃষ্ণভক্তি ও তীর্থ—

জলময় তীর্থ মৃৎশিলাময় মূর্তি।
বহুকালে দেয় জীবহৃদে ধর্মস্ফূর্তি॥
কৃষ্ণভক্ত দেখি' দূরে যায় সর্বানর্থ।
কৃষ্ণভক্তি সমুদিত হয় পরমার্থ॥

সাধুসঙ্গের ফল—

সংসার ভ্রমিতে ভব-ক্ষয়োন্মুখ যবে
সাধুসঙ্গসংঘটন ভাগ্যক্রমে হ'বে॥
সাধুসঙ্গফলে কৃষ্ণে সর্বেশ্বরেশ্বরে।
ভাবোদয় হয় ভাই জীবের অন্তরে॥

প্রাকৃত বা কনিষ্ঠ ভক্ত—

সেই ত' প্রাকৃত ভক্ত দীক্ষিত হইয়া।
কৃষ্ণার্চন করে বিধিমার্গেতে বসিয়া॥
উত্তম মধ্যম ভক্ত না করে বিচার।
শুদ্ধভক্তে সমাদর না হয় তাহার॥

মধ্যম ভক্ত—

কৃষ্ণে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী, মূঢ়ে কৃপা আর।
শুদ্ধভক্তদ্বেষী জনে উপেক্ষা যাঁহার॥

তিহোঁ ত' প্রকৃত ভক্তিসাধক মধ্যম।
অতি শীঘ্র কৃষ্ণ-বলে হইবে উত্তম॥

উত্তম ভক্ত—

সর্বভূতে শ্রীকৃষ্ণের ভাব সন্দর্শন।
ভগবানে সর্বভূতে করেন দর্শন॥
শত্রু-মিত্র-বিষয়েতে নাহি রাগদ্বেষ।
তিহোঁ ভাগবতোত্তম এই গৌর-উপদেশ॥

উত্তম ভক্তের বিষয়-স্বীকার—

বিষয় ইন্দ্রিয়দ্বারে করিয়া স্বীকার।
রাগদ্বেষহীন ভক্তি জীবনে যাঁহার॥
সমস্ত জগৎ দেখি' বিষ্ণুমায়াময়।
ভাগবতগণোত্তম সেই মহাশয়॥

ইন্দ্রিয়বৃত্তি পরিচালন—

দেহেন্দ্রিয়-প্রাণ-মন-বুদ্ধি-যুক্ত সবে।
জন্ম নাশ ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় উপদ্রবে॥
অনিত্য সংসার-ধর্মে হঞা মোহহীন।
কৃষ্ণ স্মরি' কাল কাটে ভক্ত সমীচীন॥

কর্ম দেহযাত্রার্থে মাত্র, কামের জন্য নহে—

যাঁ'র চিত্তে নিরন্তর যশোদানন্দন।
দেহযাত্রামাত্র কামকর্মের গ্রহণ॥

কামকর্মবীজরূপ বাসনা তাঁহার।
চিত্তে নাহি জন্মে এই ভক্তিতত্ত্বসার ॥

হরিজন দেহাত্মবুদ্ধিহীন—

জ্ঞান-কর্ম-বর্ণাশ্রম দেহের স্বভাব।
তাহে সঙ্গদ্বারা হয় 'অহংমম'-ভাব ॥
দেহসত্ত্বে 'অহংমম'-ভাব নাহি যাঁ'র।
হরিপ্রিয়জন তিহোঁ, করহ বিচার ॥

সর্বভূতে সমবুদ্ধিসম্পন্ন—

বিত্তসত্ত্বে তাহে ছাড়ি' স্ব-পরভাবনা।
'তুমি' 'আমি'-সত্ত্বভেদে মিত্রারি-কল্পনা ॥
সর্বভূতে সমবুদ্ধি শান্ত যেই জন।
ভাগবতোত্তম বলি' তাঁহার গণন ॥
কৃষ্ণপাদপদ্মে সেই সুরমৃগ্য ধন।
ভুবনবৈভব লাগি' না ছাড়ে যে জন ॥
কৃষ্ণপদস্মৃতি নিমেষার্ধ নাহি ত্যজে।
বৈষ্ণব-অগ্রণী তিহোঁ পরানন্দে মজে ॥

ভক্ত ত্রিতাপমুক্ত—

কৃষ্ণপদশাখানখমণিচন্দ্রিকায়।
নিরস্ত সকল তাপ যাঁহার হিয়ায় ॥
সে কেন বিষয়সূর্যতাপ অন্বেষিবে।
হৃদয় শীতল তা'র সর্বদা রহিবে ॥

উত্তম ভক্তের অন্যান্য লক্ষণ—

যে বেঁধেছে প্রেমছাঁদে কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি কমল।
নাহি ছাড়ে হরি তা'র হৃদয় সরল॥
অবশেও যদি মুখে স্ফুরে কৃষ্ণনাম।
ভাগবতোত্তম সেই, সর্বকাম॥
স্বধর্মের গুণদোষ বুঝিয়া যে জন।
সর্ব ধর্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ॥
সেই ত' উত্তম ভক্ত, কেহ তা'র সম।
না আছে জগতে আর ভাগবতোত্তম॥
কৃষ্ণের স্বরূপ আর নামের স্বরূপ।
ভক্তের স্বরূপ আর ভক্তির স্বরূপ॥
জানিয়া ভজন করে যেই মহাজন।
তা'র তুল্য নাহি কেহ বৈষ্ণব সুজন॥
স্বরূপ না জানে তবু অনন্যভাবেতে।
শ্রীকৃষ্ণে সাক্ষাৎ ভজে নামস্বরূপেতে॥
তিহোঁ ভক্তোত্তম বলি' জানিবেরে ভাই।
এই আজ্ঞা দিয়াছেন চৈতন্য গোসাঞি॥



ত্রয়োদশ অধ্যায়
শ্রীগৌরদর্শনের ব্যাকুলতা

গৌরাঙ্গ তোমার চরণ ছাড়িয়া,
চলিনু শ্রীবৃন্দাবনে।
পূর্ব-লীলা তব, দেখিব বলিয়া,
হইল আমার মনে॥
কেন সেই ভাব, হইল আমার,
এখন কাঁদিয়া মরি।
তোমারে না দেখি', প্রাণ ছাড়ি' যায়,
না জানি এবে কি করি॥
ও রাঙ্গা চরণ, মম প্রাণ-ধন,
সমুদ্রবালিতে রাখি'।
কি দেখিতে আইনু, নিজ মাথা খাইনু,
উড়্ উড়্ প্রাণপাখী॥
যত চলি' যাই, মন নাহি চলে,
তবু যাই জেদ করি'।
প্রেমের বিবর্ত, আমারে নাচায়,
না বুঝিয়া আমি মরি॥
গৌরাঙ্গের রঙ্গ, বুঝিতে নারিনু,
পড়িনু দুঃখ-সাগরে।
আমি চাই যাহা, নাহি পাই তাহা,
মন যে কেমন করে॥
গৌরাঙ্গের তরে, প্রাণ দিতে যাই,
না হয় মরণ তবু।
মরিব বলিয়া, পড়িয়া সমুদ্রে,
খাই মাত্র হাবুডুবু॥
সে চন্দ্রবদন, দেখিবার লোভে,
শীঘ্র উঠি সিন্ধুতটে।

পুনঃ নাহি দেখি, প্রাণ উড়ি' যায়,
চলি পুনঃ টোটাবাটে ॥

গোপীনাথাঙ্গনে, দেখি' গোরামুখ,
পড়ি অচেতন হঞা।
পণ্ডিত গোঁসাঞি, মোরে লঞা রাখে,
দেখি পুনঃ সংজ্ঞা পাঞা ॥

গৌর-গদাধর, বসিয়া দু'জনে,
বলেন আমার কথা।
অমনি কাঁদিয়া, যাই গড়াগড়ি,
না বিচারি যথা তথা ॥
ক্ষণেক বিরহ, সহিতে না পারি,
গৌর মোর হৃদে নাচে!
মরিতে না দেয়, বাঁচিলে কোঁদল,
কিসে মোর প্রাণ বাঁচে ॥
হেন অবস্থায়, গৌরপদ ছাড়ি',
মোর বৃন্দাবনে আসা।
এ বুদ্ধি হইল, কেন নাহি জানি,
ইহ-পরলোক-নাশা ॥
আজ্ঞা লইনু যাইতে, আজ্ঞা না পালিলে,
তা'তে হয় অপরাধ।
গোরাচাঁদমুখ, না দেখিয়া মরি,
সব দিকে মোর বাধ ॥
গোরাপ্রেম যা'র, সঙ্কট তাহার,
প্রাণ লঞা টানাটানি।
গদাধরগণে, এই ত' দুর্দশা,
সবে করে কাণাকাণি ॥

চতুর্দশ অধ্যায়
বিপরীত বিবর্ত

নবদ্বীপ দর্শনে বৃন্দাবন-দর্শন—

ভাইরে বৃন্দাবনে যাওয়া আর হ'লো না।
গোরামুখ না দেখিয়া, গোরারূপ ধেয়াইয়া,
পথ ভুলি' যাই অন্য দেশ।
সেখান হইতে ফিরি' পুনঃ যাই ধীরি ধীরি,
পুনঃ আসি দেখি সে প্রদেশ॥
এইরূপে কতদিনে, যাব আমি বৃন্দাবনে,
না জানি কি হবে দশা মোর।
বৃক্ষতলে বসি' বসি', কাটি আমি অহর্নিশি,
কভু মোর নিদ্রা আসে ঘোর॥
স্বপ্নে বহু দূরে গিয়া, সিন্ধুতটে প্রবেশিয়া,
দেখি গোরার অপূর্ব নর্তন।
গদাধর নাচে সঙ্গে, ভক্তগণ নাচে রঙ্গে,
গায় গীত অমৃতবর্ষণ॥
নৃত্যগীত-অবসানে, গোরা মোর হাত টানে,
বলে, "তুমি ক্রোধে ছাড়ি গেলে।
আমার কি দোষ বল, তব চিত্ত সুচঞ্চল,
ব্রজে গেলে আমা হেথা ফেলে॥
আইস আলিঙ্গন করি, তব বক্ষে বক্ষ ধরি',
ছাঁড়ো মুঞি চিত্তের বিকার।

মধ্যাহ্নে করিয়া পাক, দেহ মোরে অন্ন শাক,
ক্ষুন্নিবৃত্তি হউক্ আমার ॥
ছাড়িয়া জগদানন্দে, মোর মন নিরানন্দে,
ভোজনাদি লইল কত দিন।
কি বুঝিয়া গেলে তুমি, দুঃখেতে পড়িনু আমি,
জগা মোরে সদা দয়াহীন ॥
শীঘ্র ব্রজ নিরখিয়া, আইস তুমি সুখী হঞা,
মোরে দেহ শাকান্ন ব্যঞ্জন।
তবে ত' বাঁচিব আমি, তা'তে সুখী হবে তুমি,
ক্রোধে মোরে না ছাড় কখন ॥"
নিদ্রা ভাঙ্গি' দেখি আমি, বহুদূর ব্রজভূমি,
নিকটেতে জাহ্নবীপুলিন।
আহা! নবদ্বীপধাম, নিত্যগৌরলীলাগ্রাম,
ব্রজসার অতি সমীচীন ॥
আনন্দেতে মায়াপুরে, প্রবেশিনু অন্তঃপুরে,
নমি আমি আইমাতা-পদ।
গৌরাঙ্গের কথা বলি' শীঘ্র আইলাম চলি'
দেখি নবদ্বীপ-সুসম্পদ ॥
ভাবিলাম বৃন্দাবন, করিলাম দরশন,
আর কেন যাউ দূর দেশ।
গৌর দরশন করি' সব দুঃখ পরিহরি'
ছাড়ি দিব বিরহজ-ক্লেশ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়

শ্রীনবদ্বীপে পূর্বাহ্ণ-লীলা

যখন যাহা মনে পড়ে গৌরাঙ্গ-চরিত ।
তাহা লিখি, হইলেও ক্রম-বিপরীত ॥

গৌরাঙ্গ-প্রসাদ—

শচী আই একদিন বড় যত্ন করি' ।
গোরা-অবশিষ্ট-পাত্র মোরে দিল ধরি' ॥
আমি খাইলাম যেন অমৃতাস্বাদন ।
গৌরাঙ্গ-প্রসাদ পাঞা আহ্লাদিত মন ॥
কভু কি করিব আমি সে ভূরি ভোজন ।
আবোনা অচ্যুত শাক, আইয়ের রন্ধন ॥
মোচাঘণ্ট, কচুশাক তাহে ফুলবড়ি ।
মানচাকি, নিম্বপটোল, আর দধিবড়ি ॥

গাদিগাছা গ্রামে গমন—

ভোজনে আনন্দমতি, চলিলাম হংসগতি,
নিতাই-গৌরাঙ্গগণ-সঙ্গে ।
গঙ্গাতীরে তীরে যাই, গাদিগাছা গ্রাম পাই,
হরিনাম-গানের প্রসঙ্গে ॥
গোবিন্দ মৃদঙ্গ বায়, বাসুঘোষ নাম গায়,
নাচে গদাধর বক্রেশ্বর ।

হরিবোল রব শুনি', চারিদিকে হুলুধ্বনি,
গোরাপ্রেমে সবে মাতোয়ার ॥
নাচ গান নাহি জানি, তবু নাচি ঊর্ধ্বপাণি,
গৌরাঙ্গ নাচায় অঙ্গে পশি' ।
সুরতালবোধ নাই, তবু নাচি, তবু গাই,
কি জানি কি জানে গৌরশশী ॥

তথায় গোপগণের সেবা—

গাদিগাছা গ্রামে আসি', গোপপল্লী মাঝে পশি',
গোরা বলে "শুন ভক্তগণ !
দহকূলে বিচরণ, আজি মোদের বিচরণ,
বৃক্ষমূলে করিব শয়ন ॥
এই বটবৃক্ষতলে, গাভী আছে কুতূহলে,
গোপ-সহ করিব বিহার।"
বহু গোপগণ আইল, দধি, ছানা, ননী দিল,
পথশ্রম না রহিল আর ॥
নৃসিংহানন্দের সঙ্গে, প্রদ্যুম্ন আইল রঙ্গে,
পুরুষোত্তমাচার্য মিলিল ।
মৃদঙ্গের বাদ্যরবে, গৃহ ছাড়ি' আইল সবে,
হরিধ্বনি গগনে উঠিল ॥

ভীম গোপ—

ভীম-নামে গোপ এক পরম উদার ।
অগ্রসর হঞা বলে—"শুনহ গোহার ॥

আমার জননী শ্যামা গোয়ালিনী ধন্যা।
গঙ্গানগরের সাধু গোয়ালার কন্যা॥
শচী আইকে মা বলিয়া সদা করে সেবা।
সে সম্পর্কে তুমি আমার মাতুল হইবা॥
চল মামা মোর ঘরে চল দল লঞা।
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কর আনন্দিত হঞা॥
দধি-দুগ্ধ যাহা কিছু রাখিয়াছে মা।
সব খাওয়াইব আর টীপে দিব পা॥"

গৌরাঙ্গের ভীমের গৃহে গমন ও ক্ষীর-ভোজন—

নাছোড় হইয়া যবে সকলে ধরিল।
গোপপ্রেমে গোরা গোপগৃহেতে চলিল॥
শ্যামা গোয়ালিনী তবে উলুধ্বনি দিয়া।
সকলকে গোয়ালঘরে দিল বসাইয়া॥
শ্যামা বলে "পণ্ডিত দাদা, কেমন আছেন মা?"
"ভাল ভাল" বলি' গোরা নাচাইল গা॥
কলাপাতা পাতি শ্যামা দেয় দধি-ক্ষীর।
ভক্তগণ লঞা নিমাই ভোজনে বসে ধীর॥

গোরাদহ—

ভোজন সমাপি' চলে সেই দহের তীরে।
হরিগুণগান সবে করে ধীরে ধীরে॥

রামদাস গোপ আসি' করে নিবেদন।
দহের জল পান নাহি করে গাভীগণ॥

দহে নক্র—

নক্র এক ভয়ঙ্কর বেড়ায় দহের জলে।
জল না খাইয়া গাভী ডাকে হাম্বা বোলে॥
তাহা শুনি' গোরা করে শ্রীনামকীর্তন।
কীর্তনে আকৃষ্ট হইল নক্র ততক্ষণ॥

নক্র নহে, দেবশিশু—

শীঘ্র করি' উঠিয়া আইল গোরা-পায়।
পদস্পর্শে দেবশিশু পরিদৃশ্য হয়॥
কাঁদি' সেই দেবশিশু করেন স্তবন।
নিজ দুঃখকথা বলে আর করয়ে রোদন॥

নক্ররূপী দেবশিশুর পূর্ব-বিবরণ—

দেবশিশু বলে "প্রভু! দুর্বাসার শাপে।
নক্ররূপে ভ্রমি আমি, সর্বলোক কাঁপে॥
কাম্যবনে মুনিবর শুতিয়া আছিল।
চঞ্চলতা করি তা'র জটা কাটি নিল॥"
ক্রোধে মুনি কহে "তুমি পাঞা নক্ররূপ।
চারিযুগ থাক কর্মফল-অনুরূপ॥"
তবে কাঁদিলাম আমি মিনতি করিয়া।
দয়া করি' মুনি মোরে কহিল ডাকিয়া॥

"ওরে দেবশিশু ! যবে শ্রীনন্দনন্দন।
নবদ্বীপে হইবেন শচীপ্রাণধন ॥
তাঁহার কীর্তনে তোমার শাপ-ক্ষয় হ'বে।
দিব্য দেহ পেয়ে তবে ত্রিপিষ্টপ যা'বে ॥

দেবশিশুর স্তব—

"জয় জয় শচীসুত পতিতপাবন।
দীনহীন-অগতির গতি মহাজন ॥
চৌদ্দভুবনে ঘোষে সুকীর্তি তোমার।
আমা হেন অধমের করিলে উদ্ধার ॥
এই নবদ্বীপধাম সর্বধামসার।
এখানে হইলে কলি-পতিতপাবন ॥
কলিজীব উদ্ধারিবে দিয়া হরিনাম।
আসিয়াছ মহাপ্রভু ! তোমাকে প্রণাম ॥
চারি যুগ আছি আমি নক্ররূপ ধরি'।
এবে উদ্ধারিলে তুমি পতিতপাবন হরি ॥
তব মুখে হরিনাম পরম মধুর।
স্থাবরাস্থাবর জীব তারিলে প্রচুর ॥
আজ্ঞা দেও যাই আমি ত্রিপিষ্টপ যথা।
মাতা পিতা দেখি' সুখ পাইবে সর্বথা ॥"

দেবশিশুর স্বরূপপ্রাপ্তি ও স্বস্থানে গমন—

এত বলি' প্রণমিয়া দেবশিশু যায়।
কীর্তনের রোল তবে উঠে পুনরায় ॥

মধ্যাহ্ন হইল দেখি' সকল ভক্তগণ।
প্রভুসঙ্গে মায়াপুর করিল গমন॥
মহাপ্রভুর এই লীলা যে করে শ্রবণ।
ব্রহ্মশাপমুক্ত হয় সেই মহাজন॥

গোরাদহ-দর্শনের ফল—

সেই হইতে 'গোরাদহ' নাম পরচার।
কালীয়দহের ন্যায় হইল তাহার॥
সেই 'দহ' দর্শনে স্পর্শনে পাপক্ষয়।
কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় সর্ববেদে কয়॥
সেই গোপগণ দেখ মহাপ্রেমানন্দে।
গৌরাঙ্গে করিল হেথা মামা বলি' স্কন্ধে॥
সকলে দেখিল প্রভুর পূর্বাহ্ণ-বিহার।
তঁহি মধ্যে দেখে রামকৃষ্ণ-লীলাসার॥
দেখে গোবর্ধন তথা মানস-জাহ্নবীপুলিন।
কৃষ্ণগোচারণলীলা অতি সমীচীন॥
গোপগণ জানিল যে নিমাঞি-চরিত।
শ্রীনন্দনন্দনলীলা নিজ সমীহিত॥



ষোড়শ অধ্যায়

পীরিতি কিরূপ?

শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর প্রশ্ন—

একদিন রঘুনাথ স্বরূপে জিজ্ঞাসে।
"কি বস্তু পীরিতি, মোরে শিখাও আভাসে॥
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস যে প্রীতি বর্ণিল।
সে প্রীতি বুঝিতে মোর শক্তি না হইল॥
তাঁহাদের বাক্যে বাহ্যে বুঝে যে পীরিতি।
সে কেবল স্ত্রীপুরুষের প্রণয়ের রীতি॥
সে কেমন পরমার্থ-মধ্যে গণ্য হয়।
প্রাকৃত কামকে কেন অপ্রাকৃত কয়॥
মহাপ্রভু তোমার সঙ্গে সেই সব গান।
করেন সর্বদা, তা'র না পাই সন্ধান॥
প্রভু তব হস্তে মোরে করিল সমর্পণ।
আজ্ঞা কৈল শিখাও এবে নিগূঢ় তত্ত্বধন॥

প্রীতি-তত্ত্ব কি?

কৃপা করি' প্রীতি-তত্ত্ব মোরে দেহ বুঝাইয়া।
কৃতার্থ হইব মুঞি সংশয় ত্যজিয়া॥"

উত্তর—

স্বরূপে বলিল,—"ভাই রঘুনাথদাস!
নিভৃতে তোমারে তত্ত্ব করিব প্রকাশ

আমি কিবা রামানন্দ অথবা পণ্ডিত।
কেহ না বুঝিবে তত্ত্ব প্রভুর উদিত॥
তবে যদি গৌরচন্দ্র জিহ্বায় বসিয়া।
বলাইবে নিজতত্ত্ব সরূপ হইয়া॥
তখনি জানিবে হৈল সুসত্য প্রকাশ।
শুনিয়া আনন্দ পা'বে রঘুনাথদাস॥

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, কর্ণামৃত, রায়ের গীতি,
এসব অমূল্য শাস্ত্র জান।
এসবে নাহিক কাম, এসব প্রেমের ধাম,
অপ্রাকৃত তাহাতে বিধান॥
স্ত্রী-পুরুষ-বিবরণ, যে কিছু তঁহি বর্ণন,
সে সব উপমা মাত্র সার।
প্রাকৃত-কাম-বর্ণন, তা'হে কৃষ্ণ-অদর্শন,
অপ্রাকৃত করহ বিচার॥
কি পুরুষ, কিবা নারী, এ-তত্ত্ব বুঝিতে নারি,
জড়দেহে করে রসরঙ্গ।
সে গুরু কৃষ্ণের ভাগে, শুদ্ধ-রতি নাহি জানে,
তাহার ভজন মায়ারঙ্গ॥

কৃষ্ণপ্রেম—

কৃষ্ণপ্রেম সুনির্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল,
সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু!

নির্মল সে অনুরাগ, নাহি তাহে জড়দাগ,
শুক্লবস্ত্র শূন্যমসীবিন্দু ॥
শুদ্ধপ্রেম-সুখসিন্ধু, পাই তা'র এক বিন্দু,
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।
জড়দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি,
শুদ্ধ দেহ না হয় উদয় ॥
দূরে শুদ্ধ প্রেমবন্ধ, কপট প্রেমেতে অন্ধ,
সেই প্রেমে কৃষ্ণ নাহি পায়।
তবে যে করে ক্রন্দন, স্ব-সৌভাগ্য প্রখ্যাপন,
করে ইহা, জানিহ নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণপ্রেম যা'র হয়, তা'র বিভাব চিন্ময়,
অনুভাব দেহেতে প্রকাশ।
সাত্ত্বিকাদি ব্যভিচারী, চিন্ময়-স্বরূপ ধরি',
চিৎস্বরূপে করয়ে বিলাস ॥
ধন্য সেই লীলাশুক, কৃষ্ণ তা'রে হ'য়ে সম্মুখ,
দিল ব্রজের অপ্রাকৃত রস।
ছাড়িল এদেহ-রঙ্গ, প্রাকৃতালম্বন-ভঙ্গ,
তা'হে কৃষ্ণ পরম সন্তোষ ॥
বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, ছাড়ি' পূর্ব রসাভাস,
অপ্রাকৃত-রসলাভ কৈল।
পূর্বে ছিল তুচ্ছ রস, তাহা ছাড়ি' প্রেমবশ,
হঞা, কৃষ্ণভজন লভিল ॥

তুচ্ছ রসে মাতোয়ার, না পায় কৃষ্ণরস-সার,
নহে বংশীবদনালম্বন।
জড় দেহে সাজে সাজ, মাথায় তা'র পড়ে বাজ,
প্রাণকীটের করয়ে ধারণ ॥
সেই তুচ্ছ রস ত্যজি', শ্রীনন্দনন্দন ভজি',
দেখে কৃষ্ণ শ্রীবংশীবদন।
নিজে গোপীদেহ পায়, ব্রজবনে বেগে যায়,
পূর্বসঙ্গ করয় ত্যজন ॥

তথাহি মহাপ্রভুর শ্লোকঃ—

"ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশীবিলাসাননলোকনং বিনা
বিভর্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা ॥"

ব্রজগোপী ব্যতীত পীরিতি বুঝে না—

পীরিতি পীরিতি পীরিতি বলে, পীরিতি বুঝিল কে ?
যে জন পীরিতি বুঝিতে পারে, ব্রজগোপী হয় সে ॥
পীরিতি বলিয়া তিনটী আঁখর বিদিত ভুবন-মাঝে।
যাহাতে পশিল, সেই সে মজিল, কি তা'র কলঙ্কলাজে ॥
ব্রজগোপী হঞা, চিদ্দেহ স্মরিয়া, জড়ের সম্বন্ধ ছাড়ে।
বিষয়ে আশ্রয়ে শুদ্ধ-আলম্বন, পরকীয়-রস বাড়ে ॥

ব্রজ বিনা কোথাও নাহি পরকীয়-ভাব !
বৈকুণ্ঠ-লক্ষ্মীতে তা'র সদা অসদ্ভাব ॥

সহজিয়ার প্রীতি—

সংসারে যতেক, পুরুষ,রমণী,
আলম্বন-দোষে সদা।
রক্তমাংসদেহে, আরোপ করিতে,
নারকী হয় সর্বদা॥
অতএব তা'রা, সহজ-সাধনে,
কৃষ্ণকৃপা যবে পায়।
জড়দেহগন্ধ, ছাড়িয়া সে সব,
চিদানন্দরসে ধায়॥

রায় রামানন্দের প্রীতি—

প্রকৃত সহজ, শ্রীকৃষ্ণভজন,
করে রামানন্দ রায়।
সুবৈধ সাধনে, এ জড় দেহেতে,
সুযুক্ত বৈরাগ্য ভায়॥
বিশুদ্ধ দেহেতে, ব্রজে কৃষ্ণ ভজে,
মহাপ্রভু-কৃপা পাঞা।
নাটকাভিনয়ে, দেবদাসীশিক্ষা,
সঙ্গদোষশূন্য হঞা॥

প্রীতিশিক্ষায় অধিকার কাহার ?—

রামানন্দ বিনা, তাহে অধিকার,
কেহ নাহি পায় আর।

পরস্ত্রী-দর্শন, স্পর্শন, সেবন,
বুদ্ধি হৃদে আছে যা'র।
পীরিতি-শিক্ষায়, জানিবে নিশ্চয়,
নাহি তা'র অধিকার॥

স্ত্রীপুরুষবুদ্ধি থাকিতে প্রীতিসাধন অসম্ভব—

কভু এ সংসারে, স্ত্রী-পুং-ব্যবহারে,
না হয় পীরিতি-ধন।
চর্ম্মসুখ যত, অনিত্য নিয়ত,
নহে নিত্য সংঘটন॥
গোপীভাব ধরি', চিদ্ধর্ম আচরি',
পীরিতি সাধিবে যেই।
স্ত্রী-পুং-ব্যবহার, নাহিক তাহার,
ভিতরে গোপিনী সেই॥
বাহিরে সজ্জন, ধর্ম-আচরণ,
আমরণ বৈধাচার।
অন্তরেতে গোপী, চিত্তে কৃষ্ণ সেবে,
কেবল পীরিতি তা'র॥
"যঃ কৌমারহরঃ", ইত্যাদি কবিতা,
কেবল উপমাস্থল।
নায়ক-নায়িকা, চিৎস্বরূপ হঞা,
কৃষ্ণ ভজে সুনির্ম্মল॥

জড়েতে এইভাব আরোপ, নরক,—কলির ছলনা—

কেহ যদি বলে ইহা আরোপ চিন্তায়।
পরপুরুষেতে কৃষ্ণভজন উপায় ॥
চৈতন্য আজ্ঞায় আমি একথা না মানি।
জড়েতে এরূপ বুদ্ধি নরক বলি' মানি ॥
জড়দেহে চিদারোপ, সঙ্গ তুচ্ছ অতি।
তাহে কৃষ্ণভাব আনা, সমূহ দুর্মতি ॥
কলির ছলনা এই জানিহ নিশ্চয়।
ইহাতে বৈষ্ণব-ধর্ম অধঃপথে যায় ॥
সুকৃতি পুরুষমাত্র উপমা বুঝিয়া।
স্বীয় অপ্রাকৃতদেহে কৃষ্ণ ভজে গিয়া ॥
চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি আদি মহাজন।
পূর্ববুদ্ধি দূরে রাখি' করিল ভজন ॥
সে সেবার শেষ বাক্য চিন্ময়ী পীরিতি।
আছে তবু নাহি বুঝে দুষ্কৃতির রীতি ॥
রঘুনাথ! "এ বিষয়ে করহ বিচার।
তোমা হেন ভক্ত প্রচারিবে সদাচার ॥
এ বিষয় একবার প্রভুকে জানাঞা।
চিত্ত দৃঢ় করি লও, দৃঢ় কর হিয়া ॥"
তবে রঘুনাথ শ্রীমৎ প্রভুপদে গিয়া।
ঠারে ঠোরে জিজ্ঞাসিল বিনীত হইয়া ॥

প্রভু তা'রে আজ্ঞা দিল আমার সম্মুখে।
রঘুনাথ আজ্ঞা পেয়ে ভজে মনসুখে ॥

শ্রীরঘুনাথ-প্রীতি মহাপ্রভুর আজ্ঞা—

"গ্রাম কথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥
অমানী, মানদ, হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে ॥"
এই আজ্ঞা পাঞা রঘু বুঝিল তখন।
পীরিতি না হয় কভু জড়েন্দ্রে সাধন ॥
মানসেতে সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
সেই দেহে রাধানাথের করিবে সেবন ॥
অমানী মানদ ভাবে অকিঞ্চন হঞা।
বৃক্ষ হেন সহিষ্ণুতা আপনে করিয়া ॥
বাহ্যদেহে কৃষ্ণনাম সর্বকাল গায়।
অন্তর্দেহে থাকে রাধাকৃষ্ণের সেবায় ॥
ভাল খাওয়া ভাল পরা পরিত্যাগ করি'।
প্রাণবৃত্তিদ্বারা জড়দেহযাত্রা ধরি' ॥

মর্কট-বৈরাগী—

এই জড়দেহে রাধাকৃষ্ণ-বুদ্ধ্যারোপ।
মর্কট বৈরাগী করে সর্বধর্ম লোপ ॥

প্রভু বলিয়াছেন—"মর্কট বৈরাগী সে জন।
বৈরাগীর প্রায় থাকি' করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ ॥

বিশুদ্ধ বৈরাগী—

বিশুদ্ধ বৈরাগী করে নাম সংকীর্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন-যাপন ॥
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ ॥
বৈরাগী করিবে সদা নাম-সংকীর্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর ভরণ ॥
জিহ্বার লালসে যেই সমাজে বেড়ায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥"



সপ্তদশ অধ্যায়

ভক্তভেদে আচারভেদ

আর দিনে শ্রীস্বরূপ রঘুনাথে কয়।
"তোমারে নিগূঢ় কিছু কহিব নিশ্চয়॥

ভজনবিহীন-ধর্ম কেবল কৈতব—

যে বর্ণেতে জন্ম যা'র, যে আশ্রমে স্থিতি।
তত্তদ্ধর্মে দেহযাত্রা এই শুদ্ধ নীতি॥
এইমতে দেহযাত্রা নির্বাহ করিয়া।
নিরন্তর কৃষ্ণ ভজে একান্ত হইয়া॥
সেই সে সুবোধ, সুধার্মিক, সুবৈষ্ণব।
ভজনবিহীন-ধর্ম কেবল কৈতব॥
কৃষ্ণ নাহি ভজে, করে ধর্ম-আচরণ।
অধঃপথে যায় তা'র মানব-জীবন॥
গৃহী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী।
কৃষ্ণভক্তিশূন্য অসন্তাস্ত দিবানিশি॥

সম্বন্ধজ্ঞানলাভ ও যুক্ত-বৈরাগ্য-আশ্রয়—

সকলেই করিবেন যুক্ত-বৈরাগ্য-আশ্রয়।
কৃষ্ণ ভজিবেন বুঝি' সম্বন্ধ নিশ্চয়॥
সম্বন্ধনির্ণয়ে হয় আলম্বন বোধ।
শুদ্ধ-আলম্বন হৈলে হয় প্রেমের প্রবোধ॥

প্রেমে কৃষ্ণ ভজে সেই বাপের ঠাকুর।
প্রেমশূন্য জীব কেবল ছাঁচের কুকুর॥
কৃষ্ণভক্তি আছে যা'র বৈষ্ণব সে জন।
গৃহী ছাড়ি' ভিক্ষা করে না করে ভজন।
বৈষ্ণব বলিয়া তা'রে না করে গণন॥
অন্য দেব-নির্মাল্যাদি না কর গ্রহণ।
কর্মকাণ্ডে কভু না মানিবে নিমন্ত্রণ॥

গৃহী ও গৃহত্যাগী-বৈষ্ণবের আচার—

গৃহী গৃহত্যাগী ভেদে বৈষ্ণব-বিচার।
দুঁহ ভক্তি-অধিকারী পৃথক্ আচার॥
দুঁহার চাহিয়ে যুক্ত-বৈরাগ্য-বিধান।
সুজ্ঞান, সুভক্তি দুঁহার সমপরিমাণ॥

গৃহস্থ-বৈষ্ণবের কৃত্য—

গৃহস্থ-বৈষ্ণব সদা স্বধর্ম অর্জিবে।
আতিথ্যাদি সেবা যথাসাধ্য আচরিবে॥
বৈধপত্নী সহবাসে নহে ভক্তিহানি।
সার্ষপ সুতৈল ব্যবহারে দোষ নাহি মানি॥
দধি-দুগ্ধ স্মার্ত-উপচরিত আমিষ।
যুক্ত-বৈরাগীর হয় গ্রহণে নিরামিষ॥
গৃহস্থ-বৈষ্ণব সদা নামাপরাধ রাখি দূরে।
আনুকূল্য লয়, প্রাতিকূল্য ত্যাগ করে

ঐকান্তিক নামাশ্রয় তাহার মহিমা।
গৃহস্থ বৈষ্ণবের নাহি মাহাত্ম্যের সীমা॥
পরহিংসা, ত্যাগ, পর-উপকারে রত।
সর্বভূতে দয়া গৃহীর এইমাত্র ব্রত॥

গৃহত্যাগী বা বৈরাগী বৈষ্ণবের কৃত্য—

বৈরাগী বৈষ্ণব প্রাণবৃত্তি অঙ্গীকরি।
অসঞ্চয় স্ত্রীসম্ভাষণশূন্য, ভজে হরি॥
এইরূপ আচারভেদে সকল বৈষ্ণব।
কৃষ্ণ ভজি' পায় কৃষ্ণের অপ্রাকৃত বৈভব॥

বৈষ্ণবের কুটীনাটী নাই—

গৃহী হউক্ ত্যাগী হউক্ ভক্তে ভেদ নাই।
ভেদ কৈলে কুম্ভীপাক নরকেতে যাই॥
মূল-কথা, কুটীনাটী ব্যবহার যা'র।
বৈষ্ণবকুলেতে সেই মহাকুলাঙ্গার॥
সরল ভাবেতে গঠি নিজ ব্যবহার।
জীবনে মরণে কৃষ্ণভক্তি জানি সার॥
কুটীনাটী কপটতা শাঠ্য কুটীলতা।
না ছাড়িয়া হরি ভজে তা'র দিন গেল বৃথা॥
সেই সব ভাগবত কদর্থ করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি ভুলাইয়া॥

ভাগবত-শ্লোক যথাঃ—

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

লম্পট পাপিষ্ঠ আপনাকে কৃষ্ণ মানি।
কৃষ্ণলীলা অনুকৃতি করে ধর্মহানি॥

শুদ্ধভক্তের রাধাকৃষ্ণের সেবা—

শুদ্ধভক্ত ভক্তভাবে চিৎস্বরূপ হঞা।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবে সখীভাব লঞা॥
কৃষ্ণভাবে তৎপর হয় যে পামর।
কুম্ভীপাক প্রাপ্ত হয় মরণের পর॥

অন্তরঙ্গ ভক্তি দেহে নহে, আত্মায়—

অন্তরঙ্গ ভক্তি মনে, দেহে কিছু নয়।
কুটীনাটী বলে মূঢ় আচরণ হয়॥
সেই সব অসৎসঙ্গ দূরে পরিহরি'।
কৃষ্ণ ভজে শুদ্ধভক্ত সিদ্ধদেহ ধরি'॥

কৃষ্ণই পুরুষ, আর সব প্রকৃতি—

ভক্তসব প্রকৃতি হইয়া ভজে কৃষ্ণপায়।
পুরুষ একলে কৃষ্ণ, দাস মহাশয়॥”
রঘুনাথদাস তবে বিনীত হইয়া।
স্বরূপেরে নিবেদন করে দু'হাত জুড়িয়া॥

"বল প্রভু, আছে এক জিজ্ঞাস্য আমার।
স্বধর্মবিহীনভক্তি সর্বভক্তিসার॥

গৃহস্থ ও স্বধর্ম—

তবে কেন গৃহস্থ থাকিবে স্বধর্মেতে।
স্বধর্ম ছাড়িয়া ভক্তি পারে ত' করিতে"॥
স্বরূপ বলে,—"শুন, ভাই, ইহাতে যে মর্ম।
বলিব তোমাকে আমি শুদ্ধভক্তি ধর্ম॥
স্বধর্মে জীবনযাত্রা সহজে ঘটয়
পরধর্মে কষ্ট আছে, স্বাভাবিক নয়॥
স্বধর্মে ভক্তির অনুকূল যাহা হয়।
তা'ই ভক্তিমান্ জন গ্রহণ করয়॥
যাহা যখন ভক্তি-প্রতিকূল হঞা যায়।
তাহা ত্যাগ করিলে ত' শুদ্ধভক্তি পায়॥
অতএব স্বধর্মনিষ্ঠা চিত্ত হইতে ত্যজি'।
ভক্তিনিষ্ঠা করিলেই সাধুধর্ম ভজি'॥
স্বধর্মত্যাগের নাম নিষ্ঠাপরিহার।
নিয়মাগ্রহ দূর হইলে হয় বৈষ্ণব আচার॥

কৃষ্ণস্মৃতি-বিধি, কৃষ্ণবিস্মৃতি-নিষেধ—

নিরন্তর কৃষ্ণস্মৃতি মূলবিধি ভাই।
শ্রীকৃষ্ণবিস্মৃতি যাহে নিষেধ মূল তাই"॥
তবে রঘুনাথ বলে,—"কথা এক আর।
আজ্ঞা হয় শুনি যাহে বৈষ্ণব-বিচার॥

শ্রীঅচ্যুতগোত্র ও স্বধর্ম—

শ্রীঅচ্যুতগোত্র বলি' বৈষ্ণব-নির্দেশ।
ইহার তাৎপর্য কিবা, ইথে কি বিশেষ॥"
স্বরূপ বলে,—"গৃহী, ত্যাগী উভয়ে সর্বথা।
এই গোত্রে অধিকারী নাহিক অন্যথা॥

শ্রীঅচ্যুতগোত্রে থাকে শুদ্ধভক্ত যত।
স্বধর্মণিষ্ঠায় কভু নাহি হয় রত॥

সংসারের গোত্র ত্যজি' কৃষ্ণগোত্র ভজে।
সেই নিত্যগোত্র তা'র, সেই বৈসে ব্রজে॥
কেহ বা স্বদেশে বৈসে ব্রজগোপী হঞা।
কেহ বা আরোপসিদ্ধ-মানসে লইয়া॥

প্রবর্ত, সাধক, সিদ্ধ ;—

প্রবর্ত, সাধক, সিদ্ধ—তিন যে প্রকার।
বুঝিতে পারিলে বুঝি ভক্তিধর্মসার॥
'কনিষ্ঠাধিকারী' হয় 'প্রবর্তে' গণন।
'মধ্যমাধিকারী' 'সাধক' ভক্ত মহাজন॥

'উত্তমাধিকারী' হয় 'সিদ্ধ' মহাশয়।
হৃদয়ে স্বধর্মনিষ্ঠা কভু না করয়॥
মধ্যমাধিকারী আর উত্তমাধিকারী।
সকলে অচ্যুতগোত্র দেখহ বিচারি॥

আরোপ—

রঘুনাথ বলে,—"এবে আরোপ বুঝিব।
তাৎপর্য বুঝিয়া সব সন্দেহ ত্যজিব ॥"
দামোদর বলে,—"শুন, আরোপ-সন্ধান।
ইহাতে চাহিয়ে ভক্তিস্বরূপের জ্ঞান ॥

ত্রিবিধা বৈষ্ণবী ভক্তি—

ত্রিবিধা বৈষ্ণবী ভক্তি করহ বিচার।
'আরোপ-সিদ্ধা', 'সঙ্গসিদ্ধা', 'স্বরূপ-সিদ্ধা' আর ॥

আরোপ-সিদ্ধা ভক্তি—কনিষ্ঠাধিকারীর—

আরোপ-সিদ্ধার কথা বলিব প্রথমে।
সুস্থির হইয়া বুঝ চিত্তের সংযমে ॥
বদ্ধ বহির্মুখ জীব বিষয়ী প্রধান।
জড়সঙ্গমাত্র করি' করে অবস্থান ॥
জড়সুখ জড়দুঃখ নিয়ম তাহার।
প্রাকৃত সংসর্গ বিনা কিছু নাহি আর ॥
অপ্রাকৃত বলি' কিছু নাহি পায় জ্ঞান।
অপ্রাকৃত-তত্ত্ব মনে নাহি পায় স্থান ॥
নিজে অপ্রাকৃত বস্তু তাহাও না জানে।
অরক্ষিত শিশু যেন সদাই অজ্ঞানে ॥
কোন ভাগ্যে কোন জন্মে সুকৃতির ফলে।
শ্রদ্ধার উদয় হয় হৃদয়কমলে ॥

প্রথম সন্ধানে শুনে' আমি কৃষ্ণদাস।
এ সংসার হইতে উদ্ধারে করে আশ॥

কৃষ্ণার্চন—

গুরু বলে 'শুন, বাছা, কর কৃষ্ণার্চন'।
কৃষ্ণার্চনে তবে তা'র ইচ্ছা-সংগঠন॥
কৃষ্ণ যে অপ্রাকৃত প্রভু, এই মাত্র শুনে।
কৃষ্ণস্বরূপ অপ্রাকৃত তাহা নাহি জানে॥
নিজ চতুর্দিকে যাহা করে দরশনে।
তঁহি মধ্যে ইষ্ট যাহা বুঝি দেখ মনে॥
ইষ্টদ্রব্যে ইষ্টমূর্তির করয় পূজন।
এই স্থলে হয় তা'র আরোপ-চিন্তন॥
মনুষ্যমূরতি এক করিয়া গঠন।
গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপে করয়ে অর্চন॥
আরোপ-বুদ্ধ্যে ভাবে সব অপ্রাকৃত ধন।
আরোপ চিন্তিয়া কভু অপ্রাকৃতাপন॥
ইহাতে যে কর্মার্পণ আরোপের স্থল।
আরোপে ক্রমশঃ ভক্তিতত্ত্বে পায় বল॥
এই ত' আরোপ-সিদ্ধা ভক্তির লক্ষণ।
কনিষ্ঠাধিকারীর হয় এই সমর্চন॥

তত্ত্ববোধে শ্রীমূর্তিপূজা—

তত্ত্বটী বুঝিয়া যবে শ্রীমূর্তি পূজয়।
তবে মধ্যম অধিকার হয় ত' উদয়॥

উত্তমাধিকারে আরোপের নাহি স্থান ।
মানসে অপ্রাকৃত-তত্ত্বের পায় ত' সন্ধান ॥
প্রেমের উদয় হয় প্রেমচক্ষে হেরি'
প্রাণেশ্বরে ভজে পূর্ব-আরোপ দূর করি' ॥
ভক্তি স্বভাবতঃ নহে হেন কর্মার্পণে ।
আরোপসিদ্ধা ভক্তিমধ্যে হয় ত' গণনে ॥

আরোপ-সিদ্ধার মূলতত্ত্ব—

আরোপ-সিদ্ধার এক মূলতত্ত্ব এই ।
জড়বস্তু, জড়কর্ম ভক্তিভাবে লই ॥
জড়বস্তু' জড়কর্মমধ্যে ঘৃণ্য যাহা ।
অর্পণেও ভক্তি নাহি হয় কভু তাহা ॥
উপাদেয় ইষ্ট বলি' কর্মার্পণ করে ।
'আরোপসিদ্ধা ভক্তি' বলি' বলিব তাহারে ॥
মায়াবাদে অর্চনাঙ্গ আরোপ-লক্ষণ ।
ভক্তিবাদে স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির দর্শন ॥

সঙ্গ-সিদ্ধা ভক্তি—

এবে শুন, 'সঙ্গ-সিদ্ধা ভক্তি' যেইরূপ ।
শুদ্ধজ্ঞান সুবৈরাগ্য সঙ্গসিদ্ধার স্বরূপ ॥
যথা ভক্তি তথা যুক্তবৈরাগ্য শুদ্ধজ্ঞান ।
সাহচর্যে সঙ্গসিদ্ধ বুঝহ সন্ধান ॥
দৈন্য দয়া সহিষ্ণুতা ভক্তি-সহচর ।
সঙ্গসিদ্ধ-ভক্তি-অঙ্গ জান অতঃপর ॥

স্বরূপ-ভক্তি—

সাক্ষাৎ ভক্তির কার্য যাহাতে নিশ্চয়।
'স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি'র ক্রিয়া তাহাই হয়॥
শ্রবণ-কীর্তন-আদি নববিধ ভজন।
স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি বলি' তন্নামকীর্তন॥
কৃষ্ণেতে সাক্ষাৎ তাহাদের মুখ্যগতি।
আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধার গৌণভাবে স্থিতি॥
স্বতঃসিদ্ধ আত্মবৃদ্ধি শুদ্ধভক্তিসার।
বদ্ধজীবে মনোবৃত্তে উদয় তাহার॥
কৃষ্ণোন্মুখ জড়দেহে তাহার বিস্তৃতি।
এ জগতে ভক্তিদেবীর এইরূপ স্থিতি॥

ত্রিবিধা ভক্তির ত্রিবিধা ক্রিয়া—

সেই ভক্তি 'স্বরূপসিদ্ধা' সাক্ষাৎ ক্রিয়া যথা।
'সঙ্গসিদ্ধা'-সহচর সাহায্যে সর্বথা॥
'আরোপসিদ্ধা' হয় যথা প্রাকৃত বস্তু ক্রিয়া।
অপ্রাকৃত ভাবে সাধে প্রাকৃত নাশিয়া॥"
স্বরূপের উপদেশে, বুঝে রঘুনাথ।
পীরিতি স্বরূপতত্ত্ব জগাইয়ের সাথ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়

শ্রীএকাদশী

একদিন গৌরহরি, শ্রীগুণ্ডিচা পরিহরি',
'জগন্নাথবল্লভে' বসিলা।
শুদ্ধা একাদশী দিনে, কৃষ্ণনাম-সংকীর্তনে,
দিবস রজনী কাটাইলা॥
সঙ্গে স্বরূপদামোদর, রামানন্দ, বক্রেশ্বর,
আর যত ক্ষেত্রবাসিগণ।
প্রভু বলে,—"একমনে, কৃষ্ণনাম-সংকীর্তনে,
নিদ্রাহার করিয়ে বর্জন॥
কেহ কর সংখ্যানাম, কেহ দণ্ডপরণাম,
কেহ বল রামকৃষ্ণকথা।"
যথা তথা পড়ি সবে, 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' রবে,
মহাপ্রেমে প্রমত্ত সর্বথা॥
হেন কালে গোপীনাথ, পড়িছা সার্বভৌমসাথ,
গুণ্ডিচা-প্রসাদ লঞা আইল।
অন্নব্যঞ্জন, পিঠা, পানা, পরমান্ন, দধি, ছানা,
মহাপ্রভু-অগ্রেতে ধরিল॥
প্রভুর আজ্ঞায় সবে, দণ্ডবৎ পড়ি' তবে,
মহাপ্রসাদ বন্দিয়া বন্দিয়া।
ত্রিযামা রজনী সবে, মহাপ্রেমে মগ্নভাবে,
অকৈতবে নামে কাটাইয়া॥

প্রভু-আজ্ঞা শিরে ধরি', প্রাতঃস্নান সবে করি',
মহাপ্রসাদ সেবায় পারণ।
করি' হৃষ্ট চিত্ত সবে, প্রভুর চরণে তবে,
করজোড়ে করে নিবেদন॥

শ্রীক্ষেত্রে শ্রীএকাদশী—

"সর্বব্রত-শিরোমণি, শ্রীহরিবাসরে জানি,
নিরাহারে করি জাগরণ।
জগন্নাথ-প্রসাদান্ন, ক্ষেত্রে সর্বকালে মান্য,
পাইলেই করিবে ভক্ষণ॥
এ সঙ্কটে ক্ষেত্রবাসে, মনে হয় বড় ত্রাসে,
স্পষ্ট আজ্ঞা করিয়ে প্রার্থনা।
সর্ববেদ আজ্ঞা তব, যাহা মানে ব্রহ্মা শিব,
তাহা দিয়া ঘুচাও যাতনা॥"

শ্রীমহাপ্রভুর বিচার—

প্রভু বলে,—"ভক্তি-অঙ্গে, একাদশী-মান-ভঙ্গে,
সর্বনাশ উপস্থিত হয়।
প্রসাদ-পূজন করি', পরদিনে পাইলে তরি,
তিথি পরদিন নাহি রয়॥
শ্রীহরিবাসর-দিনে, কৃষ্ণনামরসপানে,
তৃপ্ত হয় বৈষ্ণব সুজন।
অন্য রস নাহি লয়, অন্য কথা নাহি কয়,
সর্বভোগ করয়ে বর্জন॥

প্রসাদ ভোজন নিত্য, শুদ্ধ-বৈষ্ণবের কৃত্য,
অপ্রসাদ না করে ভক্ষণ।
শুদ্ধা একাদশী যবে, নিরাহার থাকে তবে,
পারণেতে প্রসাদ ভোজন ॥
অনুকল্পস্থানমাত্র, নিরন্ন প্রসাদপাত্র,
বৈষ্ণবকে জানিহ নিশ্চিত।
অবৈষ্ণব জন যা'রা, প্রসাদ-ছলেতে তা'রা,
ভোগে হয় দিবানিশি রত।
পাপপুরুষের সঙ্গে, অন্নাহার করে রঙ্গে,
নাহি মানে হরিবাসর-ব্রত ॥
ভক্তি-অঙ্গ সদাচার, ভক্তির সম্মান কর,
ভক্তি-দেবী-কৃপা-লাভ হবে।
অবৈষ্ণবসঙ্গ ছাড়, একাদশীব্রত ধর,
নামব্রতে একাদশী তবে ॥

প্রসাদসেবন আর শ্রীহরিবাসরে।
বিরোধ না করে কভু বুঝহ অন্তরে ॥
এক অঙ্গ মানে, আর অন্য অঙ্গে দ্বেষ।
যে করে নির্বোধ সেই, জানিহ বিশেষ ॥
যে অঙ্গের যেই দেশকালবিধিব্রত।
তাহাতে একান্তভাবে হও ভক্তিরত ॥
সর্ব অঙ্গের অধিপতি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
যাহে তেঁহ তুষ্ট তাহা করহ পালন ॥

একাদশী-দিনে নিদ্রাহার বিসর্জন।
অন্য দিনে প্রসাদ নির্মাল্য সুসেবন ॥"

শুনিয়া বৈষ্ণব সব, আনন্দে গোবিন্দরব,
দণ্ডবত পড়িলেন তবে।
স্বরূপাদি রামানন্দ, পাইলেন মহানন্দ,
'উড়িয়া' 'গৌড়ীয়া' ভক্ত সবে ॥
ওরে ভাই !
গৌরাঙ্গ আমার প্রাণধন।
অকৈতবে ভজ তাঁ'রে, যাবে তবে ভবপারে,
শীতল হইবে তনুমন ॥

শ্রীনামভজন ও একাদশী এক—

শ্রীনামভজন আর একাদশী-ব্রত।
একতত্ত্ব নিত্য জানি হও তাহে রত ॥



উনবিংশ অধ্যায়

নামরহস্যপটল

একদা গৌরাঙ্গচাঁদ চন্দ্রালোক পাইয়া।
সমুদ্রের তীরে আইল ভক্তবৃন্দ লঞা॥
হরিদাস সমাজের উপকণ্ঠে বসি'।
সর্ব বৈষ্ণবের প্রতি বলে গৌরশশী॥

শ্রীনামই একমাত্র ও শ্রেষ্ঠ সাধন—

"শুন হে ভক্তবৃন্দ! কলিকালের ধর্ম।
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বিনা আর নাহি কর্ম॥
কর্ম-জ্ঞান-যোগ-ধ্যান দুর্বল সাধন।
অপ্রাকৃত সম্পত্তি লাভের নহে ক্রম॥
ধর্মব্রত, ত্যাগ, হোম সকলই প্রাকৃত।
অপ্রাকৃততত্ত্ব লাভে নাহি করে হিত॥
কৃষ্ণনাম উচ্চারণে, স্মরণে, শ্রবণে।
অপ্রাকৃতসিদ্ধি হয়, বলে শ্রুতিগণে॥
শ্রীনামরহস্য সর্বশাস্ত্রেতে দেখিবা।
নাম উচ্চারণমাত্র চিৎসুখ লভিবা॥

পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড ৪৮ অধ্যায়, নামরহস্যপটলং যথা :—

শ্রীশৌনক উবাচ—

নামোচ্চারণমাহাত্ম্যং শ্রূয়তে মহদদ্ভুতম্।
যদুচ্চারণমাত্রেণ নরো যায়াৎ পরং পদম্।
তদ্বদস্বাধুনা সূত বিধানং নামকীর্তনে॥ ১॥

শ্রীসূত উবাচ—

শৃণু শৌনক বক্ষ্যামি সংবাদং মোক্ষসাধনম্।
নারদঃ পৃষ্ঠবান্ পূর্বং কুমার তদ্বদামি তে॥
একদা যমুনাতীরে নিবিষ্টং শান্তমানসম্।
সনৎকুমারং পপ্রচ্ছ নারদো রচিতাঞ্জলিঃ॥
শ্রুত্বা নানাবিধান্ ধর্মান্ ধর্মব্যতিকরাংস্তথা॥ ২॥

শ্রীনারদ উবাচ—

যোঽসৌ ভগবতা প্রোক্তো ধর্মব্যতিকরো নৃণাম্।
কথং তস্য বিনাশঃ স্যাদুচ্যতাং ভগবৎপ্রিয়॥ ৩॥
এই পটলের অর্থ কিছু বিশেষ করিয়া।
বলি স্বরূপ রামানন্দ শুন মন দিয়া॥

শ্রীনামকীর্তন কি?—'উচ্চারণ'—

'উচ্চারণ'-শব্দে বুঝ শ্রীনামকীর্তন।
'করে' বা 'মালায়' সংখ্যা করে ভক্তগণ॥
সংখ্যা ছাড়ি' অসংখ্য নাম কভু কভু হয়।
'উচ্চারণ'-শব্দে এসব জানহ নিশ্চয়॥

জপ ও কীর্তন—

লঘুচ্চারে 'জপ' হয়, উচ্চারে কীর্তন।
স্মরণ-কীর্তনে সব হয় ত' গণন॥
কিপ্রকারে নাম কৈলে সুকীর্তন হয়।
শ্রীনামকীর্তনে তাহা বিধান নিশ্চয়

কীর্তন সর্বথা ও সর্বদা কর্তব্য—

শ্রীনামকীর্তন হয় জীবের নিত্যধর্ম।
জগতে বৈকুণ্ঠে জীবের এই মুখ্য কর্ম॥
মায়াবদ্ধ জীবের এই মোক্ষ-সাধন হয়।
মুক্তজীবের পক্ষে তাহা সাধ্যাবধি রয়॥

ভক্তিহীন শুভকার্য ত্যাজ্য—

ধর্মশাস্ত্র-উক্ত ভক্তিহীন ধর্ম যত।
ভক্ত্যুদ্দেশ বিনা আর যত প্রকার ব্রত॥
ভক্ত্যুত্থিত বিরাগ ব্যতীত যত ত্যাগ।
ভক্তি-প্রতিকূল যজ্ঞ প্রাকৃত বিভাগ॥
এই সব শুভকর্ম সম্বন্ধ-বিচারে।
ভক্তি-অনুকূল বলি' শাস্ত্রেতে প্রচারে॥
কলিকালে সেই সব জড়ধর্ম হইল।
ভক্তি-আনুকূল্য ত্যজি' ধর্ম নষ্ট ভেল॥
অতএব কলিকালে নামসংকীর্তন।
বিনা আর ধর্ম নাই শুন ভক্তগণ॥
সে ধর্মের ব্যতিকর যাহাই দেখিবে।
তাহাই বর্জিবে যত্নে ভক্তির প্রভাবে॥

শ্রীসনৎকুমার উবাচ—

শৃণু নারদ গোবিন্দপ্রিয় গোবিন্দধর্মবিৎ।
যৎ পৃষ্টং লোকনির্মুক্তিকারণং তমসঃ পরম্॥ ৪॥

তুমি ত' নারদ শ্রীগোবিন্দধর্মবেত্তা।
গোবিন্দের প্রিয়, মায়াবন্ধনের ছেত্তা ॥
লোকনির্মুক্তির হেতু জিজ্ঞাসা তোমার।
তব প্রশ্নোত্তরে জীব হবে তমঃ পার ॥
কলিতে সকল ধর্মাধর্ম তমোময়।
নামধর্ম বিনা জীবের সংসার নহে ক্ষয় ॥

অতএব নামে সর্বপাপক্ষয়—

সর্বাচারবিবর্জিতাঃ শঠধিয়োঃ ব্রাত্যা জগদ্বঞ্চকাঃ
দম্ভাহঙ্কৃতিপানপৈশুন্যপরাঃ পাপাশ্চ যে নিষ্ঠুরাঃ।
যে চান্যে ধনদারপুত্রনিরতাঃ সর্বেঽধমাস্তেঽপি হি
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দশরণাঃ শুদ্ধাঃ ভবন্তি দ্বিজ ॥ ৫ ॥

শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দে শরণ যে লয়।
তা'র সর্বপাপ নামে নিশ্চয় হয় ক্ষয় ॥
কৃষ্ণনাম ল'য়ে কাঁদে নিজ দোষ বলে।
অতি শীঘ্র তা'র পাপ যায় ভক্তিবলে ॥

কর্মপ্রায়শ্চিত্তে বাসনা নষ্ট হয় না—

কর্মজ্ঞান-প্রায়শ্চিতে তা'র কিবা ফল।
সে ফল দুর্বল তাত, তা'র নাহি বল ॥
এক কৃষ্ণনামে পাপীর যত পাপক্ষয়।
বহু জন্মে সেই পাপী করিতে নারয় ॥
হেন পাপ স্মার্তশাস্ত্রে না আছে বর্ণন।
এক কৃষ্ণনামে যাহা না হয় খণ্ডন ॥

তবে কেন স্মার্তলোক প্রায়শ্চিত্ত করে ?
সুকৃতি-অভাবে তা'র কর্মে মতি হরে ॥
কর্মপ্রায়শ্চিত্তে কভু বাসনা না যায় ।
জ্ঞানপ্রায়শ্চিত্তে শোধে বাসনা হিয়ায় ॥

বাসনার মূল অবিদ্যা ভক্তিতে বিনষ্ট হয়—

পুনঃ কিছুদিনে সে বাসনা হয় স্থূল ।
ভক্তিতে অবিদ্যা যায় বাসনার মূল ॥
যে জন গোবিন্দপদে লইয়া শরণ ।
নাম লয় কাকুভরে করয় রোদন ॥
তা'র পক্ষে শ্রীমুখের বাক্য সুমধুর ।
জীবের মঙ্গল, গীতায় দেখহ প্রচুর ॥

শ্রীগীতাঃ—

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥
অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি ।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥"

অতএব নামের ফল—

অতএব কর্মাঙ্গ প্রায়শ্চিত্তাদি পরিহরি ।
বুদ্ধিমান্ জন ভজে প্রাণেশ্বর হরি ॥

"তমপি দেবকরং করুণাকরস্থাবর-জঙ্গম-মুক্তিকরং পরম্।
অতিচরন্ত্যপরাধপরা জনা য ইহ তান্বপতি ধ্রুবনাম হি ॥" ৬ ॥

কৃষ্ণনাম দয়াময় কৃষ্ণতেজোময়।
স্থাবর-জঙ্গম-মুক্তিদাতা সুনিশ্চয় ॥
নাম-অপরাধী তাহে করে অপরাধ।
অতিচার আসি' নাম-ধর্মে করে বাধ ॥
সেই মহা-অপরাধীর দোষ, নামে হয় ক্ষয়।
নাম বিনা জীববন্ধু জগতে না হয় ॥

শ্রীনারদ উবাচ—

"কে তেঽপরাধা বিপ্রেন্দ্র নাম্নো ভগবতঃ কৃতা।
বিনিঘ্নন্তি নৃণাং কৃত্যং প্রাকৃতং হ্যানয়ন্তি চ ॥"

নামাপরাধ—

ওহে গুরু সনৎকুমার কৃপা করি' বল।
নামে অপরাধ যতপ্রকার সকল ॥
নামরূপ মহাকৃত্য জীবের নিশ্চয়।
সেই কৃত্য যাহে সাধকের নষ্ট হয় ॥
নামকে প্রাকৃত করি' সাধন করাঞা।
সামান্য প্রাকৃত ফলে দেয় ফেলাইয়া ॥

শ্রীসনৎকুমার উবাচ—

"সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগর্হাম্।"

শ্রীনাম-নামী একতত্ত্ব—

মঙ্গলস্বরূপ বিষ্ণু পরতত্ত্ব হরি।
অপ্রাকৃত স্বরূপেতে শ্রীব্রজবিহারী ॥
"শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিসকলং
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ ॥" ৮ ॥

নামাপরাধ হইতে মুক্তি—

দশটী নামাপরাধ ভিন্ন ভিন্ন করি'।
বুঝিয়া লইলে নাম-অপরাধে তরি ॥
এই শ্লোকে দুই অপরাধের বিচার।
করিয়া করহ শুদ্ধ নামের আচার ॥
একান্ত-নামেতে আশ্রয় আছে যাঁর।
সাধুপদবাচ্য তেঁহ তারেন সংসার ॥
জড়কর্মজ্ঞানচেষ্টা ছাড়ি' সেই জন।
শুদ্ধভক্তিভাবে নাম করেন উচ্চারণ ॥
নামের প্রচার একা তাঁহা হৈতে হয়।
তাঁর নিন্দা কৃষ্ণনাম কভু না সহয় ॥

সাধুনিন্দা—

সে সাধুর নিন্দা, তাঁ'তে লঘু-বুদ্ধি যার।
বড় অপরাধ নামে নিশ্চয় তাহার ॥
যত্নে এই অপরাধ করিয়া বর্জন।
সেই সাধু-সঙ্গ-বলে করহ ভজন ॥ ক ॥

তাঁ'র নাম-রূপ-গুণ-লীলা অপ্রাকৃত।
তাঁহার স্বরূপ হৈতে ভিন্ন নহে তত্ত্ব॥
নাম নামী এক তত্ত্ব অপ্রাকৃত ধর্ম।
এ জড়জগতে তা'র নাহি আছে মর্ম॥
এই শুদ্ধজ্ঞানলাভ ভক্তিবলে হয়।
তর্কে বহু দূর, ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
নিজ শুদ্ধসাধন আর সাধুগুরুবল।
তুইয়ের সংযোগে লভি' এ তত্ত্বমঙ্গল॥
এই তত্ত্বসিদ্ধ যত দিন নাহি হয়।
ততদিন প্রাকৃতবুদ্ধি কভু না ছাড়য়॥
ততদিন নাম করি' না পাই স্বরূপ।
নামাভাসমাত্র হয় ভজনবিরূপ॥
বহু যত্নে লভ ভাই স্বরূপের সিদ্ধি।
শুদ্ধনামোচ্চারে পাবে পরংপদ-বুদ্ধি॥
যত্নসহ নিরন্তর নামাভাসে হরি।
নামেতে স্বরূপসিদ্ধি দিবে কৃপা করি'॥

কৃষ্ণ সর্বেশ্বর, শিবাদি তাঁহার অংশ—

সর্বেশ্বর কৃষ্ণ, তাহে জানিবে নিশ্চয়।
শিবাদি দেবতা তাঁ'র অংশরূপ হয়॥
সেই সেই দেবের নামাদি গুণরূপ।
কৃষ্ণশক্তিদত্ত সিদ্ধ জানহ স্বরূপ॥

এরূপ জানিলে শিববিষ্ণুতে অভেদে।
জন্মিবে স্বরূপবুদ্ধি, গায় সর্ববেদে ॥
ভেদবুদ্ধি অপরাধ যত্নেতে ত্যজিবে।
গুরুকৃপাবলে তবে শ্রীনাম ভজিবে ॥ খ ॥

"গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং
তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্।
নাম্নো বলাদ্‌যস্য হি পাপবুদ্ধি-
র্ন বিদ্যতে যমৈর্হি শুদ্ধিঃ ॥" ৯ ॥

গুরু-কর্ণধারের অনাদর—

কৃপা করি' যেই জন হরি দেখাইল।
হরিনাম-পরিচয় করাইয়া দিল ॥
সেই মোর কর্ণধার গুরু মহাশয়।
তাঁহারে অবজ্ঞা কৈলে নামাপরাধ হয় ॥ ক ॥
হীনজাতি পাণ্ডিত্যরহিত মন্ত্রহীন।
নামের গুরুতে হেন বুদ্ধি অর্বাচীন ॥

শ্রুতিশাস্ত্রে অনাদর—

যেই শ্রুতিশাস্ত্র নামের ব্রহ্মত্ব দেখায়।
অপার মাহাত্ম্য নামের জগতে জানায় ॥
তা'রে অনাদর করি' কর্মাদি প্রশংসে।
শ্রুতিনিন্দা বলি' তা'রে সর্বশাস্ত্রে ভাষে ॥ খ ॥

নামে কল্পনাবুদ্ধি—

নাম নিত্যধন সদা চিন্ময় অগাধ।
তাহাতে কল্পনাবুদ্ধি গুরু অপরাধ ॥ গ ॥

নামবলে পাপবুদ্ধি—

নামবলে পাপবুদ্ধি হৃদয়ে যাহার।
সতত উদয় হয়, সেই ত' অসার ॥ ঘ ॥

নামে অর্থবাদ—

রোচনার্থা ফলশ্রুতি কর্মমার্গে সত্য।
ভক্তিমার্গে নামফল সর্বকালে নিত্য ॥
অপ্রাকৃত নামের মাহাত্ম্য সীমাহীন।
তা'তে যা'র 'অর্থবাদ' সেই অর্বাচীন ॥ ঙ ॥

এই সব অপরাধ বর্জনে নামের কৃপা—

এই পঞ্চ অপরাধ বর্জিবে যতনে।
তবে ত' নামের কৃপা লভিবে সাধনে ॥

"ধর্মব্রতত্যাগহুতাদিসর্বশুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ।
অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ ॥" ১০ ॥

সর্ব শুভকর্ম প্রাকৃত—

বর্ণাশ্রমময় ধর্ম ধর্মশাস্ত্রে যত।
দর্শপৌর্ণমাসী আদি তমোময় ব্রত ॥
দণ্ডী মুণ্ডী সন্ন্যাসাদি ত্যাগের প্রকার।
নিত্য নৈমিত্তিক হোম আদির ব্যাপার ॥

অষ্টাঙ্গ ষড়ঙ্গ যোগ আদি শুভ কর্ম।
সকলই প্রাকৃত তত্ত্ব, এই সত্য মর্ম ॥
উপায়রূপেতে তা'রা উপেয় সাধয়।
না সাধিলে জড় বই কিছু আর নয় ॥

শ্রীনাম উপায়, উপেয়—

নাম কিন্তু অপ্রাকৃত চিন্ময় ব্যাপার।
সাধনে উপায়তত্ত্ব, সাধ্যে উপেয়-সার ॥
অতএব নামতত্ত্ব বিশুদ্ধ চিন্ময়।
জড়োপায় কর্ম সহ সাম্য কভু নয় ॥

কর্মজ্ঞান সহ নাম তুল্য নহে—

কর্মজ্ঞান সহ নামে সাম্যবুদ্ধি যথা।
নাম-অপরাধ গুরুতর ঘটে তথা ॥ ক ॥

অবিশ্বাসী জনে নাম উপদেশ—

নামে যা'র বিশ্বাস না জন্মিল ভাগ্যাভাবে।
তা'কে নাম উপদেশি' অপরাধ পাবে ॥ খ ॥
এই দুই অপরাধ সদ্গুরুকৃপায়।
বহু যত্নে ছাড়ি' ভাই নামধন পায় ॥

"শ্রুত্বাপি নামমাহাত্ম্যং যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ।
অহং-মমাদিপরমো নাম্নি সোপ্যপরাধকৃৎ ॥" ১১ ॥

নামের মাহাত্ম্য সব শুনি' শাস্ত্র হৈতে।
তবু তাহে রতি যা'র নৈল কোন মতে ॥

অহংতা মমতা-বুদ্ধি দেহেতে করিয়া।
লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাতে রহিল মজিয়া॥
পাপে রত হঞা পাপ ছাড়িতে না পারে।
নামে যত্ন করি' চেষ্টা করিবারে নারে॥
সাধুসঙ্গে মতি নহে অসাধু-বিষয়ে।
সুখ পায় বিবেক বৈরাগ্য ছাড়াইয়ে॥
এই ত' নামাপরাধ ঘটনা তাহার।
নামে রুচি নাহি পায় কৃষ্ণের সংসার॥ ক॥
এই দশ অপরাধ নামাপরাধ হয়।
নামধর্মে বাধা দেয় সুমঙ্গল ক্ষয়॥

"সর্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়ঃ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্যাদ্দ্বিপদপাংসনঃ॥
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাত্তরত্যেব সনামতঃ।
নাম্নো হি সর্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ॥" ১২॥

পাপ তাপ অপরাধ জীবের যত হয়।
শ্রীহরিসংশয়ে সব সদ্য হয় ক্ষয়॥

কলির সংসার ছাড়িয়া কৃষ্ণের সংসার কর—

কলির সংসার ছাড়ি' কৃষ্ণের সংসার।
অকৈতবে করে যেই অপরাধ নাহি তা'র॥

দীক্ষাকালে অকৈতবে আত্মনিবেদনে সর্বপাপক্ষয়—

পূর্বে যত পাপাদি বহু জন্মে করে।
হরিদীক্ষামাত্রে সেই সব পাপে তরে॥

অকৈতবে করে যবে আত্মনিবেদন।
কৃষ্ণ তা'র পূর্বপাপ করেন খণ্ডন॥
প্রায়শ্চিত্ত করিবারে তা'র নাহি হয়।
দীক্ষামাত্র পাপক্ষয় সর্বশাস্ত্রে কয়॥
নিষ্কপটে হর্যাশ্রয় করে যেই জন।
সর্ব অপরাধ তা'র বিনষ্ট তখন॥
আর পাপতাপে কভু রুচি নাহি হয়।
পুনঃ পাপ দূরে যায়, মায়া করে জয়॥

সেবা-অপরাধ—

তবে তা'র কভু হয় সেবা-অপরাধ।
সেই অপরাধে হয় ভক্তিক্রিয়াবাধ॥
সাধুসঙ্গে করে কৃষ্ণনামের আশ্রয়।
নামাশ্রয়ে সেবা-অপরাধ নষ্ট হয়॥
নামকৃপা হৈলে জীব সর্বশুদ্ধি পায়।
কৃষ্ণের নিকট গিয়া করে শুদ্ধসেবার আশ্রয়॥

সর্বদা নামাপরাধ বর্জনীয়—

কিন্তু যদি নাম-অপরাধ তা'র হয়।
তবে পুনঃ অধঃপাত হইবে নিশ্চয়॥
সর্বজীব-বন্ধু নাম, তা'র অপরাধ।
কোনক্রমে ক্ষয় নহে প্রাপ্ত্যে হয় বাধ॥
নাম-অপরাধ ত্যাগ বহু যত্নে করি'।
লভে জীব সর্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হয় হরি॥

"এবং নারদঃ শঙ্করেণ কৃপয়া মহ্যং মুনীনাং পরং
প্রোক্তং নাম সুখাবহং ভগবতো বর্জং সদা যত্নতঃ ॥
যে জ্ঞাত্বাপি ন বর্জয়ন্তি সহসা নামাপরাধান্দশ
ক্রুদ্ধা মাতরমপ্যভোজনপরাঃ খিদ্যন্তি তে বালবৎ ॥" ১৩ ॥

আমি পূর্বে শিবলোকে শঙ্করসন্নিধানে ।
নাম-অপরাধ-কথা জিজ্ঞাসিলাম মুনে ॥
বহুমুনিগণ মধ্যে শম্ভু কৃপা করি ।
আমায় উপদেশ করে কৈলাস-উপরি ॥
ভগবানের নাম সর্বজীবসুখাবহ ।
তা'তে অপরাধ সর্ব-অমঙ্গল-বহ ॥
মঙ্গল লভিবে যা'র ইচ্ছা আছে মনে ।
সদা নাম-অপরাধ বর্জিবে যতনে ॥
সাধুগুরুসন্নিধানে বহু দৈন্য ধরি' ।
দশ-অপরাধ-তত্ত্ব লবে শিক্ষা করি' ॥
অপরাধগুলি যত্নে জানিয়া ত্যজিবে ।
সত্বরে শ্রীহরিনামে প্রেম উপজিবে ॥
নাম পেয়ে অপরাধ বর্জন না করে ।
সহসা তাহারে দশ অপরাধ ধরে ॥

অপরাধ বর্জন না করিয়া নাম করা মূঢ়তা—

অপরাধ বুঝিয়া যে বর্জনে উদাসীন ।
তা'র দুঃখ নিরন্তর, সেই অর্বাচীন ॥

মায়ে ক্রোধ করি' বালক না করে ভোজন।
সুপথ্য অভাবে সদা ক্লেশের ভাজন॥
সেইরূপ অপরাধ বর্জন না করি'।
নাম করে মূঢ় নিজ শিব পরিহরি'

"অপরাধবিমুক্তো হি নাম্নি জপ্তং সদাচর।
নাম্নৈব তব দেবর্ষে সর্বং সেৎস্যতি নান্যতঃ॥" ১৪॥

সনৎকুমার বলে "ওহে দেবর্ষিপ্রবর।
নিরপরাধে নাম জপ সদাই আচর॥
নাম বিনা অন্য পন্থা নাহি প্রয়োজন।
নামেতে সকল সিদ্ধি পাবে তবোধন॥

শ্রীনারদ উবাচ—

"সনৎকুমার প্রিয় সাহসানাং
বিবেক-বৈরাগ্যবিবর্জিতানাম্।
দেহপ্রিয়ার্থাত্মপরায়ণানা-
মুক্তাপরাধাঃ প্রভবন্তি নো কথম্॥" ১৫॥

ওহে সনৎকুমার! তুমি সিদ্ধ হরিদাস।
অনায়াসে করিলে নামরহস্যপ্রকাশ॥

সাধকের নামাপরাধ বর্জনোপায়—

সাধক আমরা আমাদের বড় ভয়।
অপরাধ-ত্যাগে যত্ন কিরূপেতে হয়॥
বিষয় মোদের বন্ধু তাহার সাহসে।
করিবে সকল কর্ম বদ্ধ মায়াপাশে॥

বিবেকবৈরাগ্যশূন্য দেহ প্রিয়জন।
অর্থস্বরূপে মোরা সদা পরায়ণ॥
কিরূপে সাধক-মনে অপরাধ দশ।
নাহি উপজিবে তাহা করহ প্রকাশ॥

শ্রীসনৎকুমার উবাচ—

"জাতে নামাপরাধে তু প্রমাদে বৈ কথঞ্চন।
সদা সঙ্কীর্তয়েন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ॥
নামাপরাধযুক্তানি নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি হি॥" ১৬॥

নামেতে শরণাপত্তি যেই ক্ষণে হয়।
তখনই নামাপরাধের সত্ত্ব হয় ক্ষয়॥
তথাপি প্রমাদে যদি উঠে অপরাধ।
তাহাতেও ভক্তিতে হইয়া পড়ে বাধ॥
অপরাধ প্রমাদেতে হইবে যখন।
নামসংকীর্তন তবে করিবে অনুক্ষণ॥
নামেতে শরণাগতি সুদৃঢ় করিবে।
অনুক্ষণ নামবলে অপরাধ যাবে॥

নামই উপায়—

নামেই নামাপরাধ হইবেক ক্ষয়।
অপরাধ নাশিতে আর কারও শক্তি নয়॥
এ বিষয়ে মূলতত্ত্ব বলি হে তোমায়।
বুঝহ নারদ! তুমি, বেদে যাহা গায়॥

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ডমধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র ॥" ১৭ ॥

যা'র মুখে উচ্চারিত এক কৃষ্ণনাম
যাহার স্মরণপথে এক নাম গুণধাম ॥
যা'র শ্রোত্রমূলে তাহা প্রবেশ করিবে।
ব্যবহিত-রহিত হৈলে তখনই তারিবে ॥
'ব্যবহিত' এই শব্দে দুই অর্থ হয়।
অক্ষরের ব্যবধানে নাম আচ্ছাদয় ॥
অবিদ্যার আচ্ছাদনে প্রাকৃত প্রকাশ।
নাম নামী একভাবে অবিদ্যা-বিনাশ ॥
ব্যবহিত-রহিত হৈলে শুদ্ধনামোদয়।
বর্ণশুদ্ধাশুদ্ধিক্রমে দোষ নাহি হয় ॥
অপ্রাকৃত নামে কৃষ্ণ সর্বশক্তি দিল।
কালাকাল শৌচাশৌচ নামে না রহিল ॥
সর্বকাল সর্বাবস্থায় শুদ্ধ নাম কর।
সর্ব শুভোদয় হ'বে সর্বাশুভ-হর ॥

অসৎসঙ্গ ত্যাগপূর্বক নাম-গ্রহণ—

এমত-অপূর্ব-নাম সঙ্গযুক্ত যথা।
শীঘ্র শুভফলদাতা না হয় সর্বথা ॥

দেহ, ধন, জন, লোভ, পাষণ্ডসঙ্গক্রমে।
ব্যবহিত জন্মে, জীব পড়ে মহাভ্রমে॥
অতএব সকলের আগে সঙ্গ ত্যজি'।
অনন্যশরণ লঞা নামমাত্র ভজি॥
নামকৃপাবলে হ'বে প্রমাদরহিত।
অপরাধ দূরে যা'বে, হইবেক হিত॥
অপরাধমুক্ত হঞা লয় কৃষ্ণনাম।
প্রেম আসি' নামসহ করিবে বিশ্রাম॥
অপরাধীর নামলক্ষণ কৈতব নিশ্চয়।
সে সঙ্গ যতনে ছাড়ি' কর নামাশ্রয়॥

"ইদং রহস্যং পরমং পুরা নারদঃ শঙ্করাৎ।
শ্রুতং সর্বশুভহরমপরাধনিবারকম্॥
বিদুর্বিষ্ণ্বভিধানং যে হ্যপরাধপরা নরাঃ।
তেষামপি ভবেন্মুক্তিঃ পঠনাদেব নারদ॥" ১৮॥

সনৎকুমার বলে,—"ওহে দেবর্ষিপ্রবর।
পূর্বে শ্রীশঙ্কর মোরে হঞা দয়াপর॥
শ্রীনামরহস্য সর্ব-অশুভ-নাশন।
অপরাধ-নিবারক কৈল বিজ্ঞাপন॥
অপরাধপর জন বিষ্ণুনাম জানি'।
পাঠ করিলেই মুক্তি লভে ইহা মানি"॥

নামরহস্যপটল প্রচার—

ওহে স্বরূপ! রামরায়! এ নামরহস্য-
পটল যতনে প্রচার করিবে অবশ্য॥

কলিতে জীবের নাহি অন্য প্রতিকার।
নামরহস্যেতে পার হইবে সংসার ॥
পূর্বে মুঞি 'শিক্ষাষ্টকে' যে তত্ত্ব কহিল।
এবে ব্যাসবাক্যে তাহা পুনঃ দেখাইল ॥
যতনে রহস্যপটল প্রচারিবে সবে।
সর্বক্ষণ আলোচিয়া নাম লবে তবে ॥

নামাচার্য ঠাকুর হরিদাসের আনুগত্যে শ্রীনামভজন—

পৃথিবীর শিরোমণি ছিল হরিদাস।
এই নামরহস্য সব করিল প্রকাশ ॥
প্রচারিল আচরিল এই নামধর্ম।
নামের আচার্য হরিদাস, জান মর্ম ॥
হরিদাসের অনুগত হইয়া শ্রীনাম।
ভজিবে যে জন সেই নিত্যসিদ্ধকাম ॥



একবিংশ অধ্যায়

নাম-মহিমা

একদিন কৃষ্ণদাস কাশীমিশ্রের ঘরে।
আপন গৌছারি কিছু কহিল প্রভুরে॥
আজ্ঞা হয় শুনি কৃষ্ণনামের মহিমা।
যে মহিমার ব্রহ্মা শিব নাহি জানে সীমা॥
প্রভু বলে,—কৃষ্ণনামের মহিমা অপার।
কৃষ্ণ নিজে নাহি জানে, কি জানিব জীব ছার॥
শাস্ত্রে যাহা শুনিয়াছি কহিব তোমারে।
বিশ্বাস করিয়া শুন যাবে ভবপারে॥
সর্বপাপপ্রশমক সর্বব্যাধিনাশ।
সর্বদুঃখবিনাশন কলিবাধাহ্রাস॥
নারকি-উদ্ধার আর প্রারব্ধ-খণ্ডন।
সর্ব-অপরাধ-ক্ষয় নামে সর্বক্ষণ॥
সর্ব-সৎ-কর্মের পূর্তি নামের বিলাস।
সর্ববেদাধিক নামসূর্যের প্রকাশ॥
সর্বতীর্থের অধিক নাম সর্বশাস্ত্রে কয়।
সকল সৎকর্মাধিক্য নামেতে উদয়॥
সর্বার্থপ্রদাতা নাম, সর্বশক্তিময়।
জগৎ-আনন্দকারী নামের ধর্ম হয়
নাম লঞা জগদ্বন্দ্য হয় সর্বজন।
অগতির গতি নাম পতিতপাবন॥

সর্বত্র সর্বদা সেব্য সর্বমুক্তিদাতা।
বৈকুণ্ঠপ্রাপক নাম হরিপ্রীতিদাতা॥
নাম স্বয়ং পুরুষার্থ ভক্ত্যঙ্গপ্রধান।
শ্রুতি-স্মৃতি-শাস্ত্রে আছে বহুত প্রমাণ॥

নাম সর্বপাপবিনাশক—

সর্বপাপনাশ করা নামের একধর্ম।
প্রথমে তাহাই সপ্রমাণ শুন মর্ম॥
পাপী অজামিল দেখ, বিবশ হইয়া।
হরিনাম উচ্চারিল 'নারায়ণ' বলিয়া॥
কোটি কোটি জন্মে পাপ করিয়াছে যত।
সে সকল হইতে মুক্ত হইল সাম্প্রত॥

"অয়ং হি কৃতনির্বেশো জন্মকোট্যংহসামপি।
যদ্ব্যাজহার বিবশো নাম স্বস্ত্যয়নং হরেঃ॥" [ভা ৬।২।৭]

স্ত্রী-রাজ-গো-ব্রাহ্মণ-ঘাতী মত্তরত।
গুরুপত্নীগামী মিত্রদ্রোহী চৌর্যব্রত॥
এ সবের পাপ আর অন্য পাপচয়।
হরিনাম-উচ্চারণে সব পরিষ্কৃত হয়॥
পাপ সুনিষ্কৃত হৈলে কৃষ্ণে হয় মতি।
এইরূপে নামে জীবের হয় ত' সদ্‌গতি॥

"স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা যে চ পাতকিনোঽপরে॥
সর্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্।
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ॥" [ভা ৬।২।৯-১০]

ব্রতাদি নামের নিকট তুচ্ছ—

চান্দ্রায়ণব্রত-আদি শাস্ত্রোক্ত প্রকারে।
পাপ হইতে পাপীকে নাহি সেরূপ নিস্তারে॥
কৃষ্ণনাম একবার উচ্চারিত যবে।
সর্বপাপ হইতে জীব মুক্ত হয় তবে॥

"ন নিষ্কৃতৈরুদিতৈর্ব্রহ্মবাদিভি-
স্তথা বিশুদ্ধ্যত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ।
যথা হরের্নামপদৈরুদাহৃতৈ-
স্তদুত্তমশ্লোকগুণোপলম্ভকম্॥" [ভা ৬।২।১১]

সঙ্কেতে বা হেলায় নামগ্রহণ—

সঙ্কেত বা পরিহাস স্তোভ হেলা করি'।
নামাভাসে কভু যদি বলে 'কৃষ্ণ' 'হরি'॥
অশেষপাতক তার দূরে যায় তবে।
শ্রীবৈকুণ্ঠে নীত হয় যমদূতের পরাভবে॥

"সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥" [ভা ৬।২।১৪]

পড়ি' খসি' ভগ্ন দষ্ট দগ্ধ বা আহত।
হইয়া বিবশে বলে 'আমি হৈনু হত'॥

"পতিতঃ স্খলিতো ভগ্নঃ সন্দষ্টস্তপ্ত আহতঃ।
হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্নার্হতি যাতনাম্॥" [ভা ৬।২।১৫]

'কৃষ্ণ' 'হরি' 'নারায়ণ' নাম মুখে ডাকে।
যাতনা কখন আশ্রয় না করে তাহাকে॥

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে নাম—

অজ্ঞানে বা জ্ঞানে কৃষ্ণনাম-সংকীর্তনে।
সর্ব পাপ ভস্ম হয়, যথা কাষ্ঠ অগ্ন্যর্পণে ॥

"অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমশ্লোকনাম যৎ।
সংকীর্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ ॥" [ভা ৬।২।১৮]

প্রারব্ধ অপ্রারব্ধ সমস্ত পাপনাশ—

বর্তমান পাপ আর পূর্ব-জন্মার্জিত।
ভবিষ্যতে হ'বে যাহা সে সকল হত ॥
অনায়াসে হবে কৃষ্ণনাম-সংকীর্তনে।
নাম বিনা বন্ধু নাহি জীবের জীবনে ॥

"বর্তমানন্তু যৎ পাপং যদ্ভূতং যদ্ভবিষ্যতি।
তৎসর্বং নির্দহত্যাশু গোবিন্দ-কীর্তনানলঃ ॥" [লঘুভাঃ]

দ্রোহকারীর মুক্তি—

মহীতলে সজ্জনের প্রতি পাপাচারে।
নামকীর্তনেতে মুক্তি লভে সর্ব নরে ॥

"সদা দ্রোহপরো যস্তু সজ্জনানাং মহীতলে।
জায়তে পাবনো ধন্যো হরের্নামানুকীর্তনাৎ ॥" [লঘুভাঃ]

কোটি প্রায়শ্চিত্ত নামতুল্য নহে—

শাস্ত্রে কোটি কোটি প্রায়শ্চিত্ত আছে কহে।
কিন্তু কৃষ্ণকীর্তনের তুল্য কেহ নহে ॥

"বসন্তি যানি কোটিস্তু পাবনানি মহীতলে।
ন তানি তত্তুল্যং যান্তি কৃষ্ণনামানুকীর্তনে ॥" [কূর্মপুঃ]

নামগ্রহণকারীর পাপ থাকে না—

হরিনাম যত পাপ নির্হরণ করে।
তত পাপ পাপী কভু করিতে না পারে॥

"নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ॥" [কুর্ম পুঃ]

মনোবাক্‌কায়জ পাপ তত নাহি হয়।
কলিতে গোবিন্দ-নামে নাহি হয় ক্ষয়॥

"তন্নাস্তি কর্মজং লোক-বাগ্‌জং মানসমেব বা।
যন্ন ক্ষপয়তে পাপং কলৌ গোবিন্দকীর্তনম্॥" [স্কন্দ পুঃ]

নামে সর্বরোগ নাশ হয়—

নামে সর্বব্যাধিধ্বংস, সর্বশাস্ত্রে গায়।
ওগো স্থানেশ্বরী ভক্ত বলিহে তোমায়॥
সত্য সত্য বলি, লহ বিশ্বাস করিয়া।
'অচ্যুতানন্দ' 'গোবিন্দ' এই নাম উচ্চারিয়া॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাক শ্রীমধুসূদনে।
সর্বরোগ নাশ করে শ্রীনামকীর্তনে॥

"অচ্যুতানন্দ-গোবিন্দ-নামোচ্চারণভাষিতাঃ।
নশ্যন্তি সকলা রোগাঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্॥" [বৃহন্নারদীয়]

নামে মহাপাতকী পংক্তিপাবন হয়—

মহাপাতকীও অহর্নিশ হরিগানে।
শুদ্ধ হঞা গণ্য হয় সুপংক্তিপাবনে॥

"মহাপাতকযুক্তোঽপি কীর্তয়ন্ননীশং হরিম্।
শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা জায়তে পংক্তিপাবনঃ॥" [ব্রহ্মাণ্ড পুঃ]

ভয় ও দণ্ড-নিবারণ—

মহাব্যাধি-ভয়ও বা রাজদণ্ড-ভয়।
নারায়ণ-সঙ্কীর্তনে নিরাতঙ্ক হয়॥

"মহাব্যাধি-সমাচ্ছন্নো রাজবাধোপপীড়িতঃ।
নারায়ণেতি সংকীর্ত্য নিরাতঙ্কো ভবেন্নরঃ॥" [বহ্নি পুঃ]

সর্বরোগ-সর্বক্লেশ-উপদ্রব-সনে।
অরিষ্টাদি-বিনাশ হয় হরি-উচ্চারণে॥

"সর্বরোগোপশমনং সর্বোপদ্রবনাশনম্।
শান্তিদং সর্বারিষ্টানাং হরের্নামানুকীর্তনে॥" [বৃহদ্‌বিঃ পুঃ]

যথা অতিবায়ুবলে মেঘ দূরে যায়।
সূর্যোদয়ে তমোনাশ অবশ্যই পায়॥
তথা সঙ্কীর্তিত নাম জীবের ব্যসন।
দূর করে স্বপ্রভাবে, এ ব্যাসবচন॥

"সংকীর্তমানো ভগবাননন্তঃ
শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাম্।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং
যথা তমোঽর্কোঽভ্রমিবাতিবাতঃ॥" [ভা ১২।১২।৪৮]

আর্ত বা বিষণ্ণ শিথিলমনা ভীত।
ঘোরব্যাধিক্লেশে আর না দেখে হিত॥
'নারায়ণ' 'হরি' বলি' করে সঙ্কীর্তন।
নিশ্চয় বিমুক্তদুঃখ সুখী সেই জন॥

"আর্তা বিষণ্ণাঃ শিথিলাশ্চ ভীতা
ঘোরেষু চ ব্যাধিষু বর্তমানাঃ।
সংকীর্ত্য নারায়ণ-শব্দমেকং
বিমুক্তদুঃখাঃ সুখিনো ভবন্তি ॥" [বিষ্ণুধর্মোত্তর]

অসীম শক্তিমান্ বিষ্ণু, তাঁহার কীর্তনে।
যক্ষ-রক্ষ-বেতালাদি ভূতপ্রেতগণে ॥
বিনায়ক-ডাকিন্যাদি হিংস্রক সমস্ত।
পলায়ন করে সব দুঃখ হয় অস্ত ॥
সর্বানর্থনাশী হরিনাম সঙ্কীর্তন।
ক্ষুধা তৃষ্ণা স্খলিতাদি বিপদনাশন ॥
ইহাতে সংশয় যথা, নিশ্চয় তথায়।
নামের বিক্রম কভু না হয় উদয় ॥
বিশ্বাসে নামের কৃপা, অবিশ্বাসে নয়।
এ এক রহস্য, ভক্ত জানিহ নিশ্চয় ॥

"কীর্তনাদ্দেবদেবস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
যক্ষরাক্ষসবেতালভূতপ্রেতবিনায়কাঃ ॥
ডাকিন্যো বিদ্রবন্তি স্ম যে তথান্যে চ হিংসকাঃ।
সর্বানর্থহরং তস্য নামসংকীর্তনং স্মৃতম্ ॥
নামসংকীর্তনং কৃত্বা ক্ষুত্তৃটপ্রস্খলিতাদিষু।
বিয়োগং শীঘ্রমাপ্নোতি সর্বানর্থৈর্ন সংশয়ঃ ॥" [বিষ্ণুধর্মোত্তর]

কলিকালকুসর্পের তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা হেরি'।
ভয় না করিও ভক্ত, শুন শ্রদ্ধা করি' ॥

কৃষ্ণনাম-দাবানল প্রজ্জ্বলিত হঞা।
সে সর্পের দংষ্ট্রা দগ্ধ করিবে ফেলিয়া ॥

"কলিকালকুসর্পস্য তীক্ষ্ণদংষ্ট্রস্য মা ভয়ম্।
গোবিন্দনামদানেন দগ্ধো যাস্যতি ভস্মতাম্॥" [স্কন্দ পুঃ]

এই ঘোর কলিযুগে হরিনামাশ্রয়ে।
কৃতকৃত্য ভক্তগণ ত্যক্ত-অন্যাশ্রয়ে ॥
হরে কেশব গোবিন্দ বাসুদেব জগন্ময়।
এই নাম-সঙ্কীর্তনে বড় সুখোদয় ॥
সদা যেই গায় নাম বিশ্বাস করিয়া।
কলিবাধা নাহি তা'র সদা শুদ্ধ হিয়া ॥

"হরিনামপরা যে চ ঘোরে কলিযুগে নরাঃ।
তে এব কৃতকৃত্যাশ্চ ন কলি-র্বাধতে হি তান্॥
হরে কেশব গোবিন্দ বাসুদেব জগন্ময়।
ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং ন হি তান্ বাধতে কলিঃ॥" [বিষ্ণুধর্মোত্তর]

নারকী কীর্তন করে 'হরি' 'কৃষ্ণ' বলি'।
হরিভক্ত হঞা যায় দিব্যধামে চলি' ॥

"যথা তথা হরের্নাম কীর্তয়ন্তি স্ম নারকাঃ।
তথা তথা হরৌ ভক্তিমুদ্বহন্তো দিবং যযুঃ॥" [নারসিংহ]

প্রারব্ধখণ্ডন কেবল হরিনামে হয়।
জ্ঞানকর্মে সেই ফল কভু না মিলয় ॥
বিনা হরিকীর্তন কভু কর্মবন্ধ।
খণ্ডন না হয়, মুমুক্ষুতা নহে লব্ধ ॥

যে মুক্তি লভিলে আর না হয় কর্ম্মসঙ্গ।
রজঃস্তমোদোষহীন শূন্যমায়াসঙ্গ ॥

"নাতঃ পরং কর্ম্মনিবন্ধকৃন্তনং
মুমুক্ষতাং তীর্থপদানুকীর্ত্তনাৎ।
ন যৎ পুনঃ কর্ম্মসু সজ্জতে মনো-
রজস্তমোভ্যাং কলিলং ততোঽন্যথা ॥" [ভা ৬।২।৪৬]

ম্রিয়মাণ ক্লিষ্ট জন পড়িতে খসিতে।
বিবশ হইয়া কৃষ্ণ বলে কোনমতে ॥
কর্ম্মার্গলমুক্ত হঞা লভে পরা গতি।
কলিকালে যাহা নাহি লভে অন্য মতি ॥

"যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ
পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং
প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ ॥" [ভা ১২।৩।৪৪]

শ্রদ্ধা করি' নাম লইলে অপরাধকোটী।
ক্ষমা করে কৃষ্ণ, যদি না থাকে কুটিনাটী ॥
ইহাতে বিশ্বাস যার না হয় সে জন।
বড়ই দুর্ভাগা তা'র নাহিক মোচন ॥

"মম নামানি লোকেঽস্মিন্ শ্রদ্ধয়া যস্তু কীর্ত্তয়েৎ।
তস্যাপরাধকোটিস্তু ক্ষমাম্যেবং ন সংশয়ঃ ॥" [বিষ্ণুযামল]

মন্ত্র-তন্ত্র-ছিদ্র দেশ-কাল-বস্তু-দোষ।
নামসঙ্কীর্ত্তনে যায়, পায় পরম সন্তোষ ॥

সৎকর্মপ্রধান নাম, তাহার আশ্রয়ে।
অন্য সৎকর্মের সিদ্ধি হইবে নিশ্চয়ে॥

"মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ।
সর্বং করোতি নিশ্ছিদ্রমনুসংকীর্তনং তব॥" [ভা ৮।২৩।১৬]

সর্ববেদাধিক নাম, ইহাতে সংশয়।
যে করে তাহার কভু মঙ্গল না হয়॥
প্রণব কৃষ্ণের নাম যাহা হৈতে বেদ।
জন্মিল ব্রহ্মার মুখে বুঝ তত্ত্বভেদ॥
ঋক্-যজু-সামাথর্ব সে কৈল পঠন।
'হরি' 'হরি' যার মুখে শুনি' অনুক্ষণ॥

"ঋগ্বেদো হি যজুর্বেদঃ সামবেদোপ্যথর্বণঃ।
অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥" [বিষ্ণুধর্মোত্তর]

ঋক্-যজু-সামাথর্ব পঠ কি কারণ?
'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' নাম করহ কীর্তন॥

"মা ঋচো মা যজুস্তাত মা সাম পঠ কিঞ্চন।
গোবিন্দেতি হরের্নাম গেয়ং গায়স্ব নিত্যশঃ॥" [স্কন্দপুঃ]

বিষ্ণুর প্রত্যেক নাম সর্ববেদাধিক।
'রাম'-নাম জান সহস্র নামের অধিক॥

"বিষ্ণোরেকৈকনামাপি সর্ববেদাধিকং মতম্।
তাদৃক্ নামসহস্রেণ 'রাম'-নামসমং স্মৃতম্॥" [পদ্মপুরাণ]

সহস্র নাম তিনবার আবৃত্তি করিলে।
যেই ফল হয় তাহা এক কৃষ্ণনামে মিলে॥

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।"
এই নাম সর্বক্ষণ ভক্ত সব কর হে ॥
"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"
এই ষোল নামে সর্বদিক্ বজায় রহিল হে।
সর্বফল সিদ্ধি লাভ এই ষোল নামে হইবে হে ॥

"সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥" [ব্রহ্মাণ্ডপুঃ]

তীর্থযাত্রাপরিশ্রমে কিবা ফল হ'বে।
'হরে কৃষ্ণ' নিত্য গানে সব ফল পাবে ॥
কিবা কুরুক্ষেত্র-কাশী-পুষ্কর-ভ্রমণে।
জিহ্বাগ্রেতে হরিনাম যাঁর ক্ষণে ক্ষণে ॥

"কুরুক্ষেত্রেণ কিং তস্য কিং কাশ্যা পুষ্করেণ বা।
জিহ্বাগ্রে বসতি যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥" [স্কন্দপুঃ]

কোটি শত কোটি সহস্র তীর্থে যাহা নয়।
হরিনামকীর্তনেতে সেই ফল হয় ॥

"তীর্থকোটিসহস্রাণি তীর্থকোটিশতানি চ।
তানি সর্বাণ্যবাপ্নোতি বিষ্ণোর্নামানুকীর্তনাৎ ॥" [বামনপুঃ]

কুরুক্ষেত্রে বসি' বিশ্বামিত্র ঋষি বলে।
শুনিয়াছি বহু তীর্থনাম ধরাতলে ॥
হরিনামকীর্তনের কোটি-অংশ-তুল্য।
কোন তীর্থ নাহি—এই বাক্য বহুমূল্য ॥

"বিশ্রুতানি বহূন্যেব তীর্থানি বহুধানি চ।
কোট্যংশেনাপি তুল্যানি নামকীর্তনতো হরেঃ ॥" [বিশ্বামিত্রসং]

বেদাগম বহু শাস্ত্রে কিবা প্রয়োজন।
কেন করে লোক বহুতীর্থাদি ভ্রমণ ॥
আত্মমুক্তিবাঞ্ছা যার সেই সর্বক্ষণ।
'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' বলি' করুক কীর্তন ॥

"কিন্তাত বেদাগমশাস্ত্রবিস্তরৈ-
স্তীর্থৈরনেকৈরপি কিং প্রয়োজনম্।
যদ্যাত্মনো বাঞ্ছসি মুক্তিকারণং
গোবিন্দ-গোবিন্দ ইতি স্ফুটং রট ॥" [লঘুভাঃ]

সর্বসৎকর্মাধিক নাম জানহ নিশ্চয়।
এই কথা বিশ্বাসিলে সর্বধর্ম হয় ॥
সর্ব-উপরাগে কোটি-কোটি-গরুদান।
প্রয়াগেতে কল্পবাস মাঘেতে বিধান ॥
অযুত যজ্ঞাদি কর্ম স্বর্ণমেরুদান।
শতাংশেতে হরিনামের না হয় সমান ॥

"গোকোটিদানং গ্রহণে খগস্য প্রয়াগগঙ্গোদকে কল্পবাসঃ।
যজ্ঞাযুতং মেরুসুবর্ণদানং গোবিন্দকীর্তের্ন সমং শতাংশৈঃ ॥"
[লঘুভাঃ]

ইষ্টাপূর্ত কর্ম বহু বহু কৃত হৈলে।
তথাপি সে সব ভবহেতু শাস্ত্রে বলে ॥
হরিনাম অনায়াসে ভবমুক্তিধর।
কর্মফল নামের কাছে অকিঞ্চিৎকর ॥

"ইষ্টাপূর্তানি কর্মাণি সুবহূনি কৃতান্যপি।
ভবহেতুর্হি তান্যেব হরের্নাম তু মুক্তিদম্ ॥" [বোধায়ন সং]

সাংখ্য-অষ্টাঙ্গাদি যোগে কিবা আশা ধর।
মুক্তি চাও—গোবিন্দ-কীর্তন সদা কর ॥
মুক্তিও সামান্য ফল নামের নিকটে।
হেলায় করিলে নাম জীবের মুক্তি ঘটে ॥

"কিং করিষ্যতি সাংখ্যেন কিং যোগৈ-র্নরনায়ক।
মুক্তিমিচ্ছসি রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দকীর্তনম্ ॥" [গরুড়পুঃ]

শ্বপচ হইলেও দ্বিজশ্রেষ্ঠ বলি তারে।
যাহার জিহ্বাগ্রে কৃষ্ণনাম নৃত্য করে ॥
সর্বতপ কৈল, সর্বতীর্থে কৈল স্নান।
সর্ববেদ অধ্যয়নে আর্য মতিমান্ ॥
এই সব সাধনের বলে ভাগ্যবান্।
রসনায় সদা করে হরিনাম গান ॥

"অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা
ব্রহ্মানূচু-র্নাম গৃণন্তি যে তে ॥" [ভা ৩।৩৩।৭]

সর্ব-অর্থ-দাতা হরিনাম মহামন্ত্র।
ফুকারিয়া বলে যত বেদাগমতন্ত্র ॥
হরিনামবলে সর্ব-ষড়্বর্গ-দমন।
রিপুনিগ্রহণ আর অধ্যাত্ম-সাধন ॥

"এতৎ ষড়্‌বর্গহরণং রিপুনিগ্রহণং পরম্।
অধ্যাত্মমূলমেতদ্ধি বিষ্ণোর্নামানুকীর্তনম্॥" [স্কন্দপুঃ]

গুণজ্ঞ সারভুক্ আর্য কলিকে সম্মানে।
সর্বস্বার্থ লভি' কলৌ নামসঙ্কীর্তনে ॥

"কলিং সভাজয়ন্ত্যার্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্তনেনৈব সর্বং স্বার্থোঽভিলভ্যতে॥" [ভা ১১।৫।৩৬]

সর্বশক্তিমান্ নাম কৃষ্ণের সমান।
কৃষ্ণের সকল শক্তি নামে বর্তমান॥
দানব্রতস্তপস্তীর্থে ছিল যত শক্তি।
দেবগণে কর্মকাণ্ডে হইয়া বিভক্তি॥
রাজসূয়ে অশ্বমেধে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে।
সব আকর্ষিয়া কৃষ্ণ নিল আপন নামে॥

"দানব্রততপস্তীর্থক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ।
শক্তয়ো দেবমহতাং সর্বপাপহরাঃ শুভাঃ॥
রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানমধ্যাত্মবস্তুনঃ।
আকৃষ্য হরিণা সর্বাঃ স্থাপিতাঃ স্বেষু নামসু॥" [স্কন্দপুঃ]

দেবদেব শ্রীকৃষ্ণের সর্ব অর্থ শক্তি।
যুক্ত সব নাম তঁহি মধ্যে যাতে অনুরক্তি॥
সেই নাম সর্ব অর্থে যোজনা করিবে।
সর্ব অর্থ শক্তি হইতে সকলই মিলিবে॥

"সর্বার্থশক্তিযুক্তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ।
যচ্চাভিরুচিতং নাম তৎ সর্বার্থেষু যোজয়েৎ॥" [ব্রহ্মাণ্ডপুঃ]

হৃষীকেশ-সঙ্কীর্তনে জগদানন্দিত।
অনুরাগে হৃষ্টচিত্ত সর্বদা সম্প্রীত ॥
দৈত্য রক্ষ ভীত হইয়া পলাইয়া যায়।
সিদ্ধসঙ্ঘ সদা প্রণমিত তাঁর পায় ॥
যেই কৃষ্ণ সেই নাম, নামের প্রভাব।
উপযুক্ত বটে তাতে না থাকে অভাব ॥

"স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দৃশো দ্রবন্তি
সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ ॥" [গীতা ১১।৩৬]

বর্ণাদি বিচার নাহি শ্রীনামকীর্তনে।
দীক্ষাপূরশ্চর্যা বিধি বাধা নাই গণে ॥
নারায়ণ জগন্নাথ বাসুদেব জনার্দন।
যার মুখে সদা শুনি, পূজ্য গুরু সেই জন ॥
শয়নে স্বপনে আর চলিতে বসিতে।
কৃষ্ণনাম করে যেই, পূজ্য সর্ব মতে ॥

"নারায়ণ জগন্নাথ বাসুদেব জনার্দন।
ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং তে বৈ সর্বত্র বন্দিতাঃ ॥
স্বপন্ ভুঞ্জন্ ব্রজংস্তিষ্ঠনুত্তিষ্ঠংশ্চ বদংস্তথা।
যে বদন্তি হরের্নাম তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ ॥" [বৃহন্নারদীয়]

স্ত্রী-শূদ্র-পুক্কশ-যবনাদি কেন নয়।
কৃষ্ণনাম গায়, সেও গুরু পূজ্য হয় ॥

"স্ত্রীশূদ্রঃ পুক্কশো বাপি যে চান্যে পাপযোনয়ঃ।
কীর্তয়ন্তি হরিং ভক্ত্যা তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ॥"

[নারায়ণ-ব্যূহস্তব]

অন্যগতিশূন্য ভোগী পর-উপতাপী।
ব্রহ্মচর্য-জ্ঞানবৈরাগ্যহীন পাপী॥
সর্বধর্মশূন্য নামজপী যদি হয়।
তাহার যে সুগতি তাহা সর্বধার্মিকের নয়॥

"অনন্যগতয়ো মর্ত্যা ভোগিনোঽপি পরন্তপাঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতা ব্রহ্মচর্যাদিবর্জিতাঃ॥
সর্বধর্মোজ্ঝিতা বিষ্ণোর্নামমাত্রৈকজল্পকাঃ।
সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্বেঽপি ধার্মিকাঃ॥" [পদ্মপুঃ]

হরিনামগ্রহণের দেশকালের নিয়ম নাই।
উচ্ছিষ্ট অশৌচে বিধি নিষেধ না পাই॥

"ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক॥" [বিষ্ণুধর্ম]

কৃষ্ণনাম সদা সর্বত্র করহ কীর্তন।
অশৌচাদি নাহি মান, নাম স্বতন্ত্র পাবন॥

"চক্রায়ূধস্য নামানি সদা সর্বত্র কীর্তয়েৎ।
নাশৌচং কীর্তনে তস্য স পবিত্রকরো যতঃ॥" [স্কন্দপুঃ]

যজ্ঞে দানে স্নানে জপে আছে কালের নিয়ম।
কৃষ্ণকীর্তনে কালাকালচিন্তা মহাভ্রম॥
দেশ-কাল-নিয়মাদি নামে কভু নাই।
কৃষ্ণ-কীর্তন সদা করহ সবাই॥

"ন দেশনিয়মো রাজন্ ন কালনিয়মস্তথা।
বিগুতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুকীর্তনে॥
কালোঽস্তি দানে যজ্ঞে চ স্থানে কালোঽস্তি সজ্জপে।
বিষ্ণুসংকীর্তনে কালো নাস্ত্যত্র পৃথিবীতলে॥" [বৈষ্ণবচিন্তামণি]

সংসারে নির্বিণ্ণচিত্ত অভয়পদ চায়।
হেন যোগীর জন্য নাম একমাত্র উপায়॥

"এতন্নির্বিগ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্তনম্॥" [ভা ২।১।১১]

হরিনাম বিনা আর সহজ মুক্তিদাতা।
কেহ নাহি ত্রিজগতে, নামই জীবের ত্রাতা॥
একবার মুখে বলে 'হরি' দু'অক্ষর।
সেই জন মোক্ষপ্রতি বদ্ধপরিকর॥

"সকৃদুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।
বদ্ধ-পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি॥" [স্কন্দপুঃ]

জিতনিদ্র হঞা একবার 'নারায়ণ' বলে।
শুদ্ধ-চিত্ত হঞা সেই নির্বাণপথে চলে॥

"সকৃদুচ্চারয়েদ্‌যস্তু নারায়ণমতন্দ্রিতঃ।
শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা নির্বাণমধিগচ্ছতি॥" [পদ্মপুঃ]

এ ঘোর সংসারে বলে বিবশে 'হরে হরে'।
সদ্যোমুক্ত হয়, ভয় তারে ভয় করে॥

"আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্॥" [ভা ১।১।১৪]

মৃত্যুকালে বিবসে যে করে উচ্চারণ।
তাঁর অবতার-নাম-লীলা-বিড়ম্বন ॥
বহুজন্মদুরিত সহসা ত্যাগ করি'।
যায় সে পরমপদে ভজে সেই হরি ॥

"যস্যাবতারগুণকর্মবিড়ম্বনানি
নামানি যেঽসুবিগমে বিবশা গৃণন্তি।
তেঽনেকজন্মশমলং সহসৈব হিত্বা
সংযান্ত্যপাবৃতমৃতং তমজং প্রপদ্যে ॥" [ভা ৩।৯।১৫]

চলিতে বসিতে স্বপ্নে ভোজনে শয়নে।
কলিদমন-কৃষ্ণোচ্চারে বাক্যের পূরণে ॥
হেলাতেও করি' নাম নিজ স্বরূপ পাঞা।
পরমপদ বৈকুণ্ঠে যায় নির্ভয় হইয়া ॥

"ব্রজংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নশ্নন্ শ্বসন্ বাক্যপ্রপূরণে।
নামসংকীর্তনং বিষ্ণোর্হেলয়া কলিবর্ধনম্।
কৃত্বা স্বরূপতাং যাতি ভক্তিযুক্তং পরং ব্রজেৎ ॥" [বিষ্ণুপুঃ]

যেন তেন প্রকারেতে লয় কৃষ্ণনাম।
তা'কে প্রীতি করে কৃষ্ণ করুণা-নিদান ॥
মদ্যপানে ভূতাবিষ্ট বায়ু-পীড়া-স্থলে।
হরিনামোচ্চারে মুক্তি তাঁ'র করতালে ॥

"বাসুদেবস্য সংকীর্ত্যা সুরাপো ব্যাধিতোঽপি বা।
মুক্তো জায়েত নিয়তং মহাবিষ্ণুঃ প্রসীদতি ॥" [বরাহপুঃ]

হরিনাম স্বতঃ পরমপুরুষার্থ হয়।
উপেয়-মাঙ্গল্য-তত্ত্ব পরং ধনময় ॥

জীবনের ফল বস্তু কাশীখণ্ডে বলে।
পদ্মপুরাণেও তাহা কহে বহুস্থলে ॥

"ইদমেব হি মাঙ্গল্যং এতদেব ধনার্জনম্।
জীবিতস্য ফলঞ্চৈতদ্ যদ্দামোদরকীর্তনম্ ॥" [পদ্মপুঃ]

সর্ব মঙ্গলের হয় পরম মঙ্গল।
চিত্তত্ত্ব-স্বরূপ সর্ববেদবল্লীফল ॥
কৃষ্ণনাম লয় যেই শ্রদ্ধা বা হেলায়।
নর-মাত্র ত্রাণ পায় সর্ববেদে গায় ॥

"মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥" [প্রভাসখণ্ড]

ভক্তির প্রকার যত শাস্ত্রে দেখা যায়।
তঁহি মধ্যে নামাশ্রয় শ্রেষ্ঠ বলি' গায় ॥
কষ্টেতে অষ্টাঙ্গ যোগে বিষ্ণুস্মৃতি সাধে।
ওষ্ঠস্পন্দনেই শ্রেষ্ঠ কীর্তন বিরাজে ॥

"অঘচ্ছিৎস্মরণং বিষ্ণোর্বহ্বায়াসেন সাধ্যতে।
ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্তনন্তু ততো বরম্ ॥" [বৈষ্ণব-চিন্তামণিঃ]

দীক্ষাপূর্বক অর্চন যদি শতজন্ম করে।
তাহার জিহ্বায় নিত্য হরিনাম স্ফুরে ॥

"যেন জন্মশতৈঃ পূর্বং বাসুদেবঃ সমর্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত ॥" [বৈষ্ণব-চিন্তামণিঃ]

সত্যযুগে বহুকালে যাহা তপোধ্যানে।
যজ্ঞাদি যজিয়া ত্রেতায় যেবা ফল টানে॥
দ্বাপরে অর্চনাঙ্গেতে পায় যেবা ফল।
কলিতে হরিনামে পায় সে সকল॥

"ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্য কেশবম্॥" [বিষ্ণুপুঃ]

কলিকালে মহাভাগবত বলি তারে।
কীর্তনে যে হরি ভজে এ ভব-সংসারে॥

"মহাভাগবতা নিত্যং কলৌ কুর্বন্তি কীর্তনম্।" [স্কন্দপুঃ]

চিদাত্মক হরিনাম বারেক উচ্চারে।
শিব-ব্রহ্মা অনন্ত তার ফল কহিতে নারে॥
নামোচ্চারণমাহাত্ম্য অদ্ভুত বলি' গায়।
উচ্চারণমাত্রে নর পরমপদ পায়॥

"সকৃদুচ্চারয়ন্ত্যেব হরের্নাম চিদাত্মকম্।
ফলং নাস্য ক্ষমো বক্তুং সহস্রবদনো বিধিঃ॥
নামোচ্চারণ-মাহাত্ম্যং শ্রূয়তে মহদদ্ভুতম্।
যদুচ্চারণমাত্রেণ নরো যায়াৎ পরং পদম্॥" [বৃহন্নারদীয়]

কৃষ্ণ বলে,—"শুন অর্জুন! বলিব তোমায়।
শ্রদ্ধায় হেলায় জীব মম নাম গায়॥
সেই নাম মম হৃদি সদা বর্তমান।
নামসম ব্রত নাই, নামসম জ্ঞান॥
নামসম ধ্যান নাই, নামসম ফল।
নামসম ত্যাগ নাই, নামসম বল॥

নামসম পুণ্য নাই, নামসম গতি।
নামের শক্তিগানে বেদের নাহিক শকতি ॥
নামই পরমা মুক্তি, নামই পরমা গতি।
নামই পরমা শান্তি, নামই পরমা স্থিতি ॥
নামই পরমা ভক্তি, নামই পরমা মতি।
নামই পরমা প্রীতি, নামই পরমা স্মৃতি ॥
জীবের কারণ নাম, নামই জীবের প্রভু।
পরম আরাধ্য নাম, নামই গুরু প্রভু ॥"

"শ্রদ্ধয়া হেলয়া নাম রটন্তি মম জন্তবঃ।
তেষাং নাম সদা পার্থ বর্ত্ততে হৃদয়ে মম ॥
ন নামসদৃশং জ্ঞানং ন নামসদৃশং ব্রতম্।
ন নামসদৃশং ধ্যানং ন নামসদৃশং ফলম্ ॥
ন নামসদৃশস্ত্যাগো ন নামসদৃশঃ শমঃ।
ন নামসদৃশং পুণ্যং ন নামসদৃশী গতিঃ ॥
নামৈব পরমা মুক্তি-র্নামৈব পরমা গতিঃ।
নামৈব পরমা শান্তি-র্নামৈব পরমা স্থিতিঃ ॥
নামৈব পরমা ভক্তি-র্নামৈব পরমা মতিঃ।
নামৈব পরমা প্রীতি-র্নামৈব পরমা স্মৃতিঃ ॥
নামৈব কারণং জন্তো-র্নামৈব প্রভুরেব চ।
নামৈব পরমারাধ্যং নামৈব পরমো গুরুঃ ॥" [আদিপুঃ]

হরিনাম মাহাত্ম্যের কভু নাহি পার।
যে নাম শ্রবণে সদ্য পুকশ-উদ্ধার ॥

"যন্নাম সকৃচ্ছ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ।"
[ভা ৬।১৬।৪৪]

স্বপনে জাগ্রতে যেবা জল্পে কৃষ্ণনাম।

কলিতে সে কৃষ্ণরূপী, কৃষ্ণের বিধান॥

"কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি স্বপন্ জাগ্রদ্ ব্রজংস্তথা।
যো জল্পতি কলৌ নিত্যং কৃষ্ণরূপী ভবেদ্ধি সঃ॥" [বরাহপুঃ]

কৃষ্ণ বলি' নিত্য স্মরে সংসার-সাগরে।

জলোত্থিত পদ্ম যেন নরকে উদ্ধরে॥

"কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
জলং হিত্বা যথা পদ্মং নরকাদুদ্ধরাম্যহম্॥"
[নরসিংহপুঃ]

কৃষ্ণনাম সর্বমুখ্য জীবের আশ্রয়।

অশেষ পাপ হরে, সদ্য পাপমুক্তিকর॥

"নাম্নাং মুখ্যতরং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপ।
প্রায়শ্চিত্তমশেষাণাং পাপানাং মোচকং পরম্॥"
[প্রভাসখণ্ড]

নাম—চিন্তামণি, কৃষ্ণ, চৈতন্যস্বরূপ।

পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, নামনামী একরূপ॥

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥"
[ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূ বি ২।১০৮]

বিষ্ণুনাম, বিষ্ণুশক্তি যেই জন জানে।

সুমতি প্রার্থনা করে অপ্রাকৃত জ্ঞানে॥

"ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্
মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ॥"
[ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল, ১৫৬ সূক্ত, ৩ ঋক্]

স্থানেশ্বরী কৃষ্ণদাস যোড় করি' কর।
বলে,—"প্রভু, এক বস্তু প্রার্থনা হামার॥
"এরূপ মাহাত্ম্য নামের শুনিনু শ্রবণে।
সর্বত্র সমান ফল নাহি হোয় কেনে॥"
প্রভু বলে,—"শ্রদ্ধা-বিশ্বাস সকলের মূল।
বিশ্বাস-অভাবে কেহ নাহি লভে ফল॥"
প্রভু বলে—"অন্তর্যামী নাম ভগবান্।
বিশ্বাসানুসারে ফল করেন প্রদান॥
নামের মহিমা পূর্ণ বিশ্বাস না করে।
নামের ফল নাহি পায়, নাম-অপরাধে মরে॥
অর্থবাদ করে ফলে বিশ্বাস ত্যজিয়া।
ফল নাহি পায়, থাকে নরকে পড়িয়া॥

"অর্থবাদং হরের্নাম্নি সম্ভাবয়তি যো নরঃ।
স পাপিষ্ঠো মনুষ্যাণাং নিরয়ে পততি স্ফুটম্॥"
[কাত্যায়নী সংহিতা]

"যন্নামকীর্তনফলং বিবিধং নিশম্য
ন শ্রদ্দধাতি মনুতে যদুতার্থবাদম্।
যো মানুষস্তমিহ দুঃখচয়ে ক্ষিপামি
সংসার-ঘোর-বিবিধার্তিনিপীড়িতাঙ্গম্॥"
[ব্রহ্মসংহিতা]

শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত সমাপ্ত



কতিপয় শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থ

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১ম-স্কন্ধ ১০৲; ২য় স্কন্ধ ৭৲ ৩য়স্কন্ধ ১২৲; চতুর্থ স্কন্ধ ১২৲, ৫মস্কন্ধ১০৲	
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (উত্তম বাঁধান)	২৭৲
শ্রীচৈতন্যভাগবত (উত্তম বাঁধান)	২৫৲
শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্—১ম খণ্ড	৬৲
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী	১৪৲
শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	৩·২৫
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	৮·৫০
শ্রীচৈতন্যোপদেশরত্নমালা	·৭৫
শ্রীহরিনামচিন্তামণি	১·৬০
শ্রীশ্রীসরস্বতীবিজয়	·৭৫
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	·৬২
শ্রীভজন-রহস্য	১·৬০
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত— (১ম,২য়,৩য় প্রবাহ) প্রতি প্রবাহ	১·২৫
শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড	·৭৫
শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৩য় খণ্ড	১৲
শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী	১·৫০
শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ	·২৫
শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	·৪০
শ্রীনবদ্বীপধাম	·৫০
সৎক্রিয়াসার-দীপিকা	৩·৫০
শ্রীলঘুভাগবতামৃত	২·০০
শরণাগতি ·৪০ ; গীতাবলী	·৫০ ;
গীতমালা ·৫০ ; কল্যাণকল্পতরু	·৫০
সাধককণ্ঠমালা (৮ম সংস্করণ)	১·৫০
শ্রীকৃষ্ণসংহিতা	২·৫০
শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা (৪৮৬)	১·৫০

শ্রীহরিভক্তিবিলাস (১ম সং
গৌড়ীয়কণ্ঠহার
শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা-খ
শ্রীব্রহ্মসংহিতা
জৈবধর্ম (উত্তম বাঁধান)
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা
অর্চনপদ্ধতি
শ্রীশ্রীভাগবতার্কমরীচিমা
শ্রীচৈতন্যলীলামৃত
ভক্তিসন্দর্ভ
শ্রীভগবৎসন্দর্ভ
শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভঃ
উপদেশামৃত [টীকা ও অ
শ্রীশিক্ষাষ্টক [টীকা ও অ
চিত্রে নবদ্বীপ
প্রেমবিবর্ত
শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত
ri Chaitanya : His Life and Prec
Rai Ramananda
Brahma-Samhita
Navadvipa
On Vedanta
The Bhagabata
Path to God-Real
ri Chaitanya's Co
Theistic Vedanta
ri Chaitanya Mal
ri Chaitanya's Te

প্রাপ্তিস্থান—**শ্রীচৈতন্যমঠ**, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদী